ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধৃত ইউক্রেনের উপমন্ত্রী

সারে-জমিন

নিহত ডাক্তারের ফরেন্সিক রিপোর্টে বিস্ফোরক তথ্য

রূপসী বাংলা

ভারতের 'প্রতিবেশী সবার শেষে' নীতি

সম্পাদকীয়

১০ বছর ধরে বেহাল রাস্তা, সমস্যায় ৭০ হাজার মানুষ

সাধারণ

আত্মহত্যা করেই মৃত্যু ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার গ্রাহাম থর্পের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৩ আগস্ট, ২০২৪
২৮ শ্রাবণ ১৪৩১
৭ সফর, ১৪৪৬ হিজিরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 219 ■ Daily APONZONE ■ 13 August 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

দেশে সেরা বিশ্ববিদ্যালয় আইআইএসসি, দ্বিতীয় জেএনইউ, ৩য় জামিয়া

আপনজন ডেস্ক: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ) ২০২৪ প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রক। এবার বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে শীর্ষে রয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (আইআইএসসি) বেঙ্গালুরু। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া। মজার ব্যাপার হলো, তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় গত বছর থেকে তাদের আধিপত্য অব্যাহত রেখেছে এবং একই স্থান ধরে রেখেছে। গত তিন বছর ধরে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে আইআইএসসি। এবার চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে মণিপালের মণিপাল অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন। এমএএইচই এর পরে পঞ্চম স্থানে রয়েছে বিএইচইউ বারাণসী। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ষষ্ঠ স্থানে উন্নীত হয়েছে। তারপরে অমৃতা বিশ্ব বিদ্যাপীঠম গত বছরের থেকে সপ্তম স্থান ধরে রেখেছে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এ বছর নবম থেকে অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে এবং নবম স্থানে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিও এই বছর অষ্টম স্থান থেকে দশম স্থানে নেমে গেছে। এ রাজ্যের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮তম, স্থান পেয়েছে। দেশে কলেজের ক্রমতালিকায় শীর্ষে রয়েছে দিল্লির হিন্দু কলেজ। কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ তৃতীয় স্থান দখল করেছে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্থান চতুর্থ। গবেষণা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শীর্ষে বেঙ্গালুরুর আইআইএস। জেএনইউয়ের স্থান ১৮ ও জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার স্থান ১৯। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান ২১। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সেরা আইআইটি মাদ্রাজ। ১২ তম স্থানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। মেডিক্যাল কলেজের ক্ষেত্রে দেশের সেরা এইমস দিল্লি। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে ৪৪তম স্থানে রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে শীর্ষে তামিলনাড়ুর আন্না বিশ্ববিদ্যালয়। তারপরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দেশের মধ্যে সেরা ইন্দিরা গান্ধি ওপেন ইউনিভার্সিটি। দ্বিতীয় স্থানে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সেরা বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ল স্কুল। পশ্চিমবঙ্গ আইন বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ স্থানে।

রবিবারের মধ্যে তদন্ত শেষ না হলে ভার দেব সিবিআইকে: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেছেন, রবিবারের মধ্যে পুলিশ সমাধান করতে না পারলে আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক হত্যার তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেবে তাঁর সরকার।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, তিনি চান এই মামলার বিচার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হোক।

আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করুক। রোববারের মধ্যে মামলার রহস্য উদঘাটন করতে না পারলে আমরা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেব। মৃত চিকিৎসকের বাড়ি পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "কেন্দ্রীয় সংস্থার দায়িত্ব নেওয়া নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই, তবে এর সাফল্যের হার কম। মুখ্যমন্ত্রী কয়েকটি হাই প্রোফাইল মামলার উল্লেখ করেন যা সিবিআই "সমাধান করতে পারেনি"।

শুক্রবার সকালে হাসপাতালের সেমিনার হলের ভিতর থেকে ধর্ষণ ও খুনের শিকার ওই মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় শনিবার এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মৃত চিকিৎসকের পরিবারের সদস্যরা সন্দেহ করছেন যে ভিতরের কোনও ব্যক্তি এতে জড়িত ছিল। তিনি বলেন, "আমি পুলিশকে বলেছি যে নির্যাতিতার বন্ধু এবং অন্যদের বিরুদ্ধে যদি এমন কোনও

সন্দেহ থাকে তবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। হাসপাতালের প্রিন্সিপাল পদত্যাগ করেছেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, '(ঘটনার পর) তাকে যে গালিগালাজ করা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন। আমরা তাকে অন্য বিভাগে স্থানান্তর করেছি। গাফিলতির কারণে আমরা এমএসভিপি (মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট এবং ভাইস প্রিন্সিপাল) কেও সরিয়ে দিয়েছি। চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রধান এবং আরজি কর হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কলকাতা পুলিশের এসিপিকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শনিবারই এই মামলায় অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আমরা চাই এই মামলা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে যাক। আমরাও ফাঁসির দাবি জানাব। কেউ কেউ হয়তো ভুলে গেছেন সমাজে কেমন আচরণ করতে হয়। মহিলাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের হিংসায় লিপ্ত হওয়া জঘন্য অপরাধ।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নির্যাতিতার বাড়িতে যান।

ওড়িশায় বাঙালি আক্রান্ত: প্রতিবাদ

নিগ্রহ বন্ধে ওড়িশা ভবনকে একদিন সময়: 'বাংলা পক্ষ'

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: ওড়িশার বিভিন্ন প্রান্তে পশ্চিমবাংলার বাঙালি ফেরিওয়ালাদের উপর 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছেন সে রাজ্যের মানুষ। নিগ্রহের শিকার হয়েছেন অনেকেই। বলা ভাল বিষয়টি জাতিগত হিংসায় পরিনত হয়েছে। আক্রান্ত বেশির ভাগই, বীরভূম মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলার বাঙালি বাসিন্দা। এরা সবাই পরিযায়ী শ্রমিক। ফেরিওয়ালা হিসেবে এরা দীর্ঘদিন ধরে জীবন জীবিকা চালাচ্ছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরের প্রাণকেন্দ্র লেনিন সরণিতে ওড়িশার উৎকল ভবনে বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষার সংগঠন 'বাংলা পক্ষ' সংগঠন সোমবার ঘেরাও অভিযান চালায়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায় ক্ষোভের সুরে বলেন, যারা ওখানে বাঙালির ওপর অত্যাচার চালাচ্ছেন তারা শাস্তি পাচ্ছে কিনা আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে দেখতে চাই তার প্রমাণ। বাঙালি ফেরিওয়ালাদের আধার কার্ড কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, ওড়িশায় ভারতের যে সংবিধান লাগু আছে এই রাজ্যেও একই সংবিধান। তাহলে এখানকার মানুষও সে রাজ্যের মানুষের আধার কার্ড কেড়ে নিতে পারেন। আগুন নিয়ে খেলতে বারণ করেন গর্গ। ২৪ ঘণ্টার সময় দিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে গর্গ বলেন, শান্তি সম্প্রীতি স্থাপন করুন। নাহলে নিউটনের তৃতীয় সূত্রের কথা মাথায় রাখতে হবে। তিনি সম্প্রীতি রক্ষার নির্দেশ দেন। ▶ এরপর ছয়ের পাতায়

অপরাধীদের কঠিন শাস্তি দাবি যুব ফেডারেশনের

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: ওড়িশায় বাঙালি মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিকদের শারীরিক হেনস্থা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে সোমবার সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কলকাতার উৎকল ভবনে স্মারকলিপি প্রদান ও বিক্ষোভ দেখানো হয় সোমবার । বিজেপি শাসিত প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় ফেরি করতে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের নিগ্রহের শিকার হতে হচ্ছে। ওড়িশায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটির জেলার মুসলিম ফেরিওয়ালাকে মারধর ও নিগ্রহের দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় নড়েচড়ে বসেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করে ওড়িশার নয়া মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির সঙ্গে কথাও বলেছেন। রাজ্যের শ্রমিকদের উপর হামলার ঘটনা খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেছেন মমতা। পশ্চিমবাংলা থেকে যাওয়া মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিকদের নিগ্রহ করার ঘটনায় সরব হয়েছেন সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। সোমবার কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কলকাতার ওড়িশা ভবনে একাধিক দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করে। যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামানের সাথে উপস্থিত ছিলেন খলিল মল্লিক, গোলাম রহমান, হাজি কামরুদ্দীন মল্লিক, সমাজকর্মী সাইফুল হক প্রমুখ। ▶ এরপর ছয়ের পাতায়

স্মারকলিপি জমা নওশাদের

আপনজন ডেস্ক: ওড়িশায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে আক্রমণের প্রতিবাদে সোমবার কলকাতাস্থিত ওড়িশা রাজ্যের প্রশাসনিক দফতর উৎকল ভবন-এ দাবিপত্র জমা দিয়েছেন আইএসএফ চেয়ারম্যান পীরজাদা মুহাম্মদ নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, ওড়িশায় বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য সেখানে বাঙালি যেভাবে হেনস্থা ও আক্রান্ত হচ্ছেন। কান ধরে ওঠবোস এবং

গৃহবন্দি করে রাখা হচ্ছে তা নিন্দনীয়। বাংলা ও ওড়িশার সঙ্গে একটি বন্ধুত্ব সম্পর্ক রয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও। উৎকল ভবনে সেক্টর অফিসারের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

প্রথম নজর

দুর্বৃত্তরা পুকুরে বিষ দেওয়ায় মরছে মাছ

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: একটি পুকুরে কীটনাশক ঢেলে মাছ মেরে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। এতে প্রায় ২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ভুক্তভোগী মাছ চাষি। ফেলার অভিযোগ উঠল। রবিবার গভীর রাতের ওই ঘটনা বড়ঞা থানার, ঢেকা বীচকান্দি গ্রামের। এই ঘটনায় সোমবার পুকুর মালিক আলাউদ্দিন শেখ পুলিসে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পাওয়ার পর বড়ঞা থানার পুলিস তদন্ত শুরু করলেও অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে পারেনি।

পুকুর মালিক বলেন, কয়েকবছর ধরে গ্রামের মসজিদ সংলগ্ন এলাকার ওই পুকুরে আমি মাছ চাষ করে আসছি। মাছ চাষের ফলে কারও কোনদিন ক্ষতিও হয়নি। কিন্তু এদিন রাত থেকে হঠাৎ করে পুকুরে মাছ মরতে শুরু করে। সকাল হতে দেখি পুকুরের সমস্ত মাছ মরে ভেসে উঠেছে। একটি কীটনাশকের বোতল জলে ভেসে রয়েছে। আমার সন্দেহ কেউ পুকুরে কীটনাশক ঢেলে দেওয়ার কারণেই মাছের মরতে লেগেছে।

শিব ভক্তদের রাস্তায় তৃষ্ণা মেটান রহমত

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রহমত মোল্লা বরাবরই সম্প্রীতির লক্ষে কাজ করে থাকেন। প্রতিবছর তিনি গঙ্গা থেকে জল আনতে যাওয়া হিন্দু পুর্ণার্থী সহ দামোদর নদী থেকে জল আনতে যাওয়া পূণ্যার্থীদের জন্য জলছত্রের আয়োজন করেন। এবারেও তার কাজের কোন খামতি হয়নি। হাজার হাজার পুর্ণার্থীদের নিজের হাতে জল মিষ্টি খাওয়ান তিনি। রবিবার ও সোমবার এই দুই দিন ধরে ওই চলে কর্মসূচি। তীর্থযাত্রীদের জন্য সরবতও ঠান্ডা পানিও জলের ব্যাবস্থা পাশাপাশি তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাবস্থাও করেন তিনি। তৃণমুল নেতা রহমত মোল্লা জানান, ওই কর্মসূচি তিনি পাঁচ বছর ধরে করছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতার থেকেই পেয়েছেন অনুপ্রেরণা।

শান্তিপুর হাসপাতালে ডাক্তারদের কর্মবিরতি

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এবার স্ট্রেট জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রতিবাদ কর্ম বিরতি করে বিক্ষোভ। আরজি কর নিগৃহীত হয়ে জুনিয়র ডাক্তারি ছাত্রী কে খুনের ঘটনায় দোষীর কঠরতম শাস্তি চেয়ে শান্তিপুর স্টেট্ জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের হাতে প্ল্যাকার্ড এবং কালো ব্যাচ পরে বিক্ষোভ প্রতিবাদ।

সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের পাশাপাশি নদীয়ার শান্তিপুর হাসপাতালেও ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান তৎসহ হাসপাতাল চত্বরে পদ যাত্রাও করেন। তারা এই ঘটনার নির্মমতা প্রসঙ্গেও ধিক্কার জানান। তাঁদের দাবি এই ঘটনার সাথে যারা যুক্ত তাঁদের গ্রেফতার এবং দোষীর দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে হবে। যেন আগামী দিনে এই ঘটনার সাথে অভিযুক্তদের শাস্তি দেখে সমাজে তার প্রভাব পরে এবং ডাক্তার রা শুধু নয় সাধারণ মানুষও বিশেষ করে মেয়েরা সুরক্ষিত থাকে। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় করা বার্তা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়,তিনি বলেছেন কেন্দ্র সরকার যদি সঠিক আইন পাস করে তাহলে এই ধরনের যারা কীর্তিকলাপ করবে তাদের সাত দিনের মধ্যে শাস্তি হওয়া উচিত, এবং ইন কাউন্টার করে দেওয়ার মতো বার্তাও তিনি দিয়েছেন। কেন্দ্র সরকার যদি এই ধরনের কঠোর আইনের বিল পাস করে তাহলে রাজ্য সরকারও সহমত পোষণ করবে।এখন দেখার ডাক্তারি পড়ুয়ার খুনের ঘটনায় আরো কি কি তথ্য উঠে আসে এবং দোষীরা কতটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়। শান্তিপুর হাসপাতালে চিকিৎসক পবিত্র বেপারী বলেন, এই ধরনের ঘটনা গোটা পৃথিবীর কোন হাসপাতালে যেন না হয় এবং এই ঘটনার সাথে যারা যুক্ত তাদেরকে কঠিন শাস্তি দাবি করেন। চিকিৎসকেরা কর্মবিরতির ডাক দেওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে রোগী পরিষেবা।বন্ধ হয়েছে চিকিৎসা আপৎকালীন বিভাগের পরিষেবাও প্রভাব পড়েছে জেলার সরকারি হাসপাতালে।

বালুরঘাট মহিলা কলেজে নতুন অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয় পঞ্চাশ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গোল্ডেন জুবিলী অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নিতা নন্দী, বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ ডঃ বিমান চক্রবর্তি সহ আরো অনেকে। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ ডক্টর বিমান চক্রবর্তী। তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়ে গোল্ডেন জুবিলী অডিটরিয়ামে তৈরীর ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরেন তিনি।

এ বিষয়ে অধ্যক্ষ ড. বিমান চক্রবর্তী বলেন, ‘২০১১ সালের পরিচলন কমিটির সভায় আমরা একটি অডিটোরিয়াম তৈরীর কথা ভেবেছিলাম। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের

প্রাক্তন সংসদ অর্পিতা ঘোষের আর্থিক সহযোগিতায় এই অডিটোরিয়াম গড়ার কাজ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে বালুরঘাট শহরের বিভিন্ন মানুষজন এই অডিটোরিয়াম গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অডিটোরিয়ামটি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।’

এ বিষয়ে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, ‘দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় একটি মহিলা মহাবিদ্যালয় রয়েছে। ছাত্রীরা যাতে আরো বেশি করে এখানে ভর্তি হতে পারে তার জন্য সদা আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। মেয়েরা আরো বেশি করে লেখাপড়ায় অংশগ্রহণ করুক এটাই আমরা চাই।’

নিহত ডাক্তার পড়ুয়ার ফরেন্সিক রিপোর্টে বিস্ফোরক তথ্য, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আর জি কর হাসপাতালের নিহত তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের যৌনাঙ্গ থেকে ১৫০ গ্রাম শুক্রাণু পাওয়া গিয়েছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের মতে নিহত তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহের সঙ্গে একাধিক জন যৌন সঙ্গম করেছিল। এরমধ্যে কতজন জীবিত অবস্থায় এবং কতজন মৃত অবস্থায় করেছিল এই সঙ্গম তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট। তবে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী একাধিক জন আর জি কর হাসপাতালের মৃত অবস্থায় তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে যৌন খেলায় মেতে উঠেছিল। মৃতদেহের যৌনাঙ্গের মধ্যে জমে থাকা শুক্রাণু এটি প্রমাণ করে। মৃতদেহের সঙ্গে যৌনক্রিয়া এই ধরনের ঘটনা হেতাল পারেখ খুনের ঘটনাতেও দেখা গেছিল। ওই ঘটনায় ধনঞ্জয়কে ফাঁসি দ্বন্দ্ব দিয়েছিল আদালত। এবারে আর জি কর হাসপাতালে তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন কলকাতা পুলিশের এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। তবে ধৃত সঞ্জয় রায় যৌনসঙ্গম করেছে কিনা সে ব্যাপারে প্রমাণ জোগাড় করতে জোর কদমে তদন্ত চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। নিহত তরুনীর দেহ ডিএনএ টেস্ট করার পর আরো

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিষয় অনেক অজানা তথ্য সামনে আসবে বলে মনে করছে কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখা(মার্ডার স্কোয়াড)। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে। ভীত সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের পাশাপাশি আর কারা এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তা জানতে বিভিন্ন ধরনের ক্লু খুঁজছে পুলিশ। আর জি কর হাসপাতালের চারতলার যেখানে মৃতদেহটি অর্ধনগ্ন অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল সেই স্পটের উপর জোরদার নজরদারি চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। কারণ লালবাজারের দুঁদে গোয়েন্দাদের মতে , এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি নিয়ে যেভাবে পড়ুয়া ডাক্তারদের আন্দোলন জোরদার হয়েছে তাতে এই অপরাধের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের মধ্যে কেউ একবার হলেও ওই স্পটে কোন এভিডেন্স আছে কিনা তা নষ্ট করতে যেতে পারে। তাই ওই হল ঘরটিতে বিশেষভাবে নজর রাখা হচ্ছে। গোয়েন্দারা আরো নিশ্চিত হয়েছে যে ,এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় হাসপাতালের ভেতর একাধিক জন যুক্ত রয়েছে। তারা কারা তা জানতেই গোয়েন্দারা সাদা পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আরজি কর হাসপাতাল চত্বরে। একই সঙ্গে চলছে হাসপাতালে সিকিউরিটি ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি আন্দোলনরত পড়ুয়া চিকিৎসকদের বয়ান রেকর্ডের পালা। তবে খুনির কিনারা পেতে যেমন চলছে তদন্ত তেমনি এর পাশাপাশি নিহত তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে ব্যক্তিগত কারোর কোন শত্রুতা ছিল কিনা সে বিষয়টিও তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানতে চাইছেন গোয়েন্দারা।

ওড়িশায় বাঙালি শ্রমিক নিগ্রহের নিন্দা জামাআতের

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিভিন্ন রাজ্যে রোজগারের জন্য পরিযায়ী শ্রমিকরা যান। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সমাজের এই মানুষেরা খুব কষ্ট করে জীবন নির্বাহ করে থাকেন। সম্প্রতি ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে নিগ্রহের শিকার হয়েছেন পরযায়ী শ্রমিকেরা। বাংলাদেশে অশান্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে ওড়িশায় পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি নিগ্রহের ঘটনায় জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সভাপতি মসিহুর রহমান নিন্দা জানিয়ে বলেন, বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্যাতনের পিছনে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি রয়েছে। বাংলাদেশের অশান্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে সীমান্ত পেরিয়ে নাগরিকরা ঢুকে পড়েছে এমন গুঞ্জনের মধ্যে এই দেশের নাগরিকদের হয়রানির শিকার হওয়া এবং তাদেরকে মারধর করা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক অপকর্ম। পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জয়নগরে পথ দুর্ঘটনায় আহত বাইক চালক

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: আবার বেপরোয়া যান চলাচলে মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা ঘটে গেল জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার প্রিয় নাথের মোড় এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার কুলতলির থানার জালাবেড়িয়ায় জলাভিসেক অনুষ্ঠান চলায় জয়নগর কুলতলি রোডে প্রচুর গাড়ি চলাচল করছিল এদিন। আর এদিন দুপুরে প্রিয়নাথের মোড়ে বেপরোয়া ভাবে দ্রুত গতিতে দুটি মোটরবাইক মুখোমুখি ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। আর এই ঘটনায় দুজন মোটরবাইক চালক আহত হয়। স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর এক জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর অপর একজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁর চিকিৎসা চলছে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে। গুরতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন যুবকের নাম সৈকত হালদার, বয়স ২৪ বছর। বাড়ি কুলতলি থানার নলগোড়া এলাকায়।ঘটনার খবর পেয়ে বকুলতলা থানার পুলিশ গিয়ে দূর্ঘটনাগ্রস্থ বাইক দুটিকে বকুলতলা থানায় নিয়ে যায়।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ।

তমলুক হাসপাতালে বুকে কালো ব্যাচ পরে পরিষেবা চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে ডাক্তাররা কর্মবিরতির ডাক দিলেও তমলুকে মেডিকেল কলেজে মানবিক চিত্র ফুটে উঠলো। বুকে কালো ব্যাজ পরে রোগী দেখলেন চিকিৎসকেরা।আর জি করের দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া মৌমিতা দেবনাথকে ধর্ষণ করে খুন করার প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন ডাক্তাররা। রাজ্যের রায়গঞ্জ, ডায়মন্ড হারবার, শিলিগুড়ি,কাকদ্বীপ ,বারুইপুর ইত্যাদি বিভিন্ন হাসপাতালে ইতিমধ্যেই কর্মবিরতি পালন করছেন চিকিৎসকরা।প্রায় সমস্ত জায়গাতেই মোমবাতি হাতে বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়েছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু তমলুকে ধরা পড়লো অন্য চিত্র। প্রতিবাদে সোচ্চার হলেও জামায় কালো ব্যাজ পরে রোগী দেখছেন চিকিৎসকরা। তমলুক মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকরা জানান, তারা বুকে কালো ব্যাজ পরে রোগী দেখছেন । যাতে রোগীর পরিবার সমস্যায় না হয়। রোগী থেকে শুরু করে সমস্ত প্রকার মানুষদের তারা যেন তাদের পাশে পান। ইতিমধ্যেই একটি কল রেকর্ডিং ভাইরাল হয়েছে আর জি কর মেডিকেল কলেজের এক জুনিয়র ডাক্তারের। সেই প্রসঙ্গে

বলেন আমরা এই ধরনের খবর অনেক আগেই পেয়েছি। সেই প্রসঙ্গে সিবিআই তদন্তের দাবী জানান তমলুক মেডিকেল কলেজের সিনিয়র ডাক্তাররা। তবে আরজিকর কাণ্ডে খুনির কঠোর শাস্তি চাই বলে এক বাক্যে সকলেই কন্ঠ মেলান। অন্যদিকে,সোমবার তিনদিনে পড়লো ডাক্তারদের অবস্থান বিক্ষোভ । ডাক্তারদের এই আন্দোলন একদম সঠিক । চিকিৎসা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়া রোগিরাও জানাচ্ছেন প্রতিবাদ। আর জি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় সোমবারও বন্ধ থাকলো কল্যানী জে এন এম হাসপাতালের চিকিৎসা । শুধু মাত্র আপদকালীন ছাড়া সমস্ত পরিষেবা বন্ধ থাকলো কল্যানী হাসপাতালে। পাশাপাশি সোমবার টানাতিন দিন ধরে কল্যানী মেডিকেল কলেজের গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন সেখানকার ডাক্তারি পড়ুয়ারা । অস্থায়ীভাবে তাবু খাটিয়ে হাসপাতালের সামনেই চলছে তাদের অবস্থান বিক্ষোভ । তারা জানান ,তাদের দাবি যে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে সে এই কল্যানী মেডিকেল কলেজেরই একজন প্রাক্তনী । তাঁর সাথে এই ঘটনা তারা মেনে নিতে পারছেন না । তাই সেই মেয়েটির সাথে যারা এই রকম একটি ঘৃণ্য কাজ করলো তাদেরকে গ্রেফতার করে যতো দিন না পর্যন্ত সুবিচার দেওয়া হবে তত দিন পর্যন্ত তাদের এই আন্দোলন চলবে । তবে এই দিন কল্যানী মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা করাতে এসে হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়া রোগিরাও জানালেন, ডাক্তারদের আন্দোলন ঠিকই আছে। আমাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এই ঘটনায় ডাক্তারদের এই আন্দোলন একদম সঠিক ।

চাঁদনীচক সীমান্তে উদ্ধার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সুতির চাঁদনীচক বিএসএফ ক্যাম্প বর্ডার থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার। রবিবার রাতেই ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করে বিএসএফ। সুতির চাঁদনীচক বিএসএফ এলাকা থেকে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় সুতির মহেশাইল হাসপাতালে। এখনও পর্যন্ত মৃত ওই যুবকের নাম পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, বিএসএফের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বিএসএফ এবং পুলিশ। যুবকের নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

পাশাপাশি জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন পুলিশের কর্তারা। এদিকে বাংলাদেশের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যেই হঠাৎ করে ভারত - বাংলাদেশ বর্ডার এলাকায় ওই যুবকের মৃত্যুতে শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে।

অসহায়ের পাশে দাঁড়াল ‘ইচ্ছে উড়ান’

নিজস্ব প্রতিবেদক ● চারঘাট

আপনজন: অসহায় অরূপের পাশে দাড়ালো গোবরডাঙ্গার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইচ্ছে উড়ান।

দৈনিক আপনজন পত্রিকার সাংবাদিক এম মেহেদী সানির বিশেষ প্রতিবেদনের মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগরের অন্তর্গত চারঘাট মাঠপাড়ার বাসিন্দা অসহায় অরূপ বিশ্বাসের জীবন সংগ্রামের করুন কাহিনী সামনে আসে।

বিষয়টি নজরে আসতেই ওই সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল এ দিন খাদ্য সামগ্রী নিয়ে অরূপের বাড়িতে পৌঁছান। প্রয়োজনে আগামী দিনে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সহযোগিতার আশ্বাসও দেন সংস্থার প্রধান পার্থ অধিকারী।

ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে সকাল থেকেই কর্মবিরতি জুনিয়র ডাক্তাদের

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: আরজিকরের চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে ও চিকিৎসকদের সুরক্ষার দাবি তুলে সকাল থেকেই কর্ম বিরতির ডাকদেয় ডায়মন্ডহারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তার ও নার্স ডাক্তার পড়ুয়ারা। যার জেরে সকাল থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতাল বহির্বিভাগ।মূলত প্রত্যন্ত এই সুন্দরবন এলাকার একমাত্র জেলা হাসপাতাল এই ডায়মন্ডহারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল যেখানে দূরদূরান্তের বহু রোগী ও রোগীর পরিবারের লোকজনেরা আসে চিকিৎসা করাতে আসে ,সেখানেই এমার্জেন্সি পরিষেবা চালু থাকলেও বন্ধ হয়ে পড়ে সমস্ত ওপিডি পরিষেবা। যার ফলে কিছুটা হলেও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় রোগী ও রোগীর পরিবারের লোকজনদের। গাইনো বিভাগে দেখাতে আসা তসলিমা গাজী বলেন মথুরাপুর এলাকা

থেকে এসে সকাল থেকে টিকিট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকল কোন টিকিট করতে পারা যায়নি এবং ডাক্তারবাবুকে দেখাতে পারিনি। সেই কারণে ফিরে যেতে হচ্ছে। তবে বিক্ষোভকারী জুনিয়র চিকিৎসক ও নার্সিং পড়ুয়াদের দাবি আরজিকরের ঘটনায় দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে হবে, প্রত্যেকটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। জুনিয়র চিকিৎসক নবনীতা পাঠক বলেন এই ঘটনার পিছনে একাধিক ব্যক্তি আছে সেসব ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দিতে হবে শাস্তি না দিলে আমাদের এই আন্দোলন চলবে।

অন্যদিকে এই একই দাবিকে সামনে রেখে কাকদ্বীপেও চিকিৎসক ও নার্সেরা একটি প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন। সব মিলিয়ে সকাল থেকেই জেলার দুই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল জুনিয়র ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মী বিক্ষোভ করতে থাকে ন্যায্য বিচারের দাবিতে।

মাঠের ফসল মাঠেই নষ্ট, চিন্তায় ঘুম উড়েছে সোনামুখীর কৃষকদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মাঠের ফসল মাঠেই নষ্ট মাথায় হাত সোনামুখীর কৃষকদের, চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে, জলে পঁচে যাওয়া সবজি জমি দিয়ে বেরোচ্ছে দুর্গন্ধ । বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমিতিমানা, কেনেটি, উত্তর নিত্যানন্দপুর, পান্ডে পাড়া এই গ্রামগুলি রয়েছে দামোদর নদীর তীরে। এই এলাকায় অধিকাংশ মানুষ কৃষক তাদের প্রধান চাষ বিভিন্ন প্রকারের সবজি। ধান সহ এই মুহূর্তে জমিতে রয়েছে পটল, বরবটি, ঘি করলা, বেগুন এছাড়াও একাধিক সবজি। বিগত কয়েকদিন টানা বৃষ্টিপাত এবং দামোদর নদীর বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল এই সবজির জমিগুলি। জল কমতেই এলাকায় কয়েকশো বিঘা সবজি এবং ধান পঁচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দাবি কৃষকদের। পচা সবজির জমি দিয়ে বেরোচ্ছে দুর্গন্ধ। এখনো অধিকাংশ জমিতে হাটু জল। চরম সমস্যায় এলাকার

কৃষকরা। কৃষকরা জানাচ্ছেন তাদের প্রধান জীবিকা এই সবজি চাষ, মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে তারা চাষ করে। সবজি বিক্রি করে মহাজনের ঋণ পরিশোধ, সংসার চালানো এবং পরবর্তী চাষের টাকা জমানো এসব কিছুই হয়ে থাকে এই চাষের উপর। এখন সমস্ত সবজি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের। তারা জানাচ্ছেন এই পরিস্থিতিতে এলাকার কৃষকরা সরকারি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন। কৃষকদের সমস্যা নিয়ে বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান বেশ কিছু জায়গায় জল জমে রয়েছে এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক আসলেই কতখানি ক্ষতি হয়েছে কৃষকদের সেটা মেজারমেন্ট এর কাজ নিশ্চয়ই কৃষি দপ্তর থেকে করা হবে এবং সরকার সবসময় এনাদের পাশে থাকবেন ।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সমীপে মাদ্রাসা-শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আলিপুর

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বিভিন্ন হাই মাদ্রাসা, জুনিয়র হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসা গুলির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক এর সাথে সাক্ষাত করেন মাদ্রাসা শিক্ষকদের এক প্রতিনিধি দল।

সোমবার আলিপুরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভূমিপুত্র তথা ডি, আই অব স্কুল নজরুল হক সিপাই পঠন পাঠন এর পাশা পাশি স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর বিষয় এ মাদ্রাসা শিক্ষকদের আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন এর পরামর্শ দেন। লস্ট ইনক্রিমেন্ট জনিত এরিয়ার, আঠারো বছর এর বেনেফিট, শিক্ষক দের রোপা ফিক্সেশন, শিক্ষকদের রিটেনসান সহ একাধিক বিষয় এ জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক ও অতিরিক্ত জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক জয়ন্তী জানা এর দৃষ্টি আকর্ষন করেন মাদ্রাসা শিক্ষকরা। জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক নিয়ম মাফিক সমস্ত কাজ স্বচ্ছতার সাথে যথা সময় এ সম্পন্ন করার আশ্বাস দেন।

এদিন এর প্রতিনিধি দল এ উপস্থিত ছিলেন চম্পক নাগ, আবু সুফিয়ান পাইক, রেজাউল ইসলাম খান, মঞ্জুর আহম্মেদ শেখ প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দ।

প্রথম নজর

ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধৃত ইউক্রেনের উপমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ঘুষ গ্রহণের অপরাধে দেশটির জ্বালানি উপমন্ত্রী ও ৩ জন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে কর্তৃপক্ষ।
সোমবার (১২ আগস্ট) দেশটির রাষ্ট্রীয় প্রসিকিউটর ও দুর্নীতিবিরোধী পুলিশ জানিয়েছে, ৫ লাখ ডলার ঘুষের প্রথম কিস্তি নেয়ার সময় তাদেরকে হাতেনাতে আটক করা হয়।
প্রসিকিউটর জেনারেলের কার্যালয় বলেছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দোনেস্ক অঞ্চল থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কয়লাখনির সরঞ্জামাদি অপসারণের জন্য ৫ লাখ ডলার ঘুষ দাবি করে সন্দেহভাজনরা। এজন্য, 'লেভিভ ভোলিন' কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়।
আটককৃত উপমন্ত্রীর পরিচয় এই বিবৃতিতে প্রকাশ করা হয়নি। তবে সরকারপক্ষ থেকে জ্বালানি উপমন্ত্রী ওলেকসান্দ্র খেইলোকে তাৎক্ষণিকভাবে পদচ্যুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে চাকরিচ্যুত ব্যক্তির কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
আটককৃত অপর ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন রাষ্ট্রীয় মালকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা ও দুজন মধ্যস্থতাকারী।
ইউক্রেন বহু বছর ধরেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য যুদ্ধচলাকালেও দুর্নীতিবিরোধী অভিযানকে তারা অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এর আগে, এপ্রিল মাসে অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি দখলে জড়িত থাকার অভিযোগে দেশটির কৃষিমন্ত্রীকে পদচ্যুত ও আটক করা হয়েছিল। অবশ্য, আটককৃত ব্যক্তি সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ায় হোটেলের ছাদে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, পাইলট নিহত

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার উত্তর কুইন্সল্যান্ড শহরের কেয়ার্নসের একটি হোটেলের ছাদে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে এক পাইলট নিহত হয়েছেন।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির তথ্যানুযায়ী, স্থানীয় সময় সোমবার রাত ১:৫০ মিনিটে ডাবলট্রি বাই হিল্টন হোটেলের উপর একটি হেলিকপ্টার আছড়ে পড়ার পর আগুন ধরে যায়। এরপর হোটেলের শতাধিক অতিথিকে দ্রুত সরিয়ে নেয়া হয়।
হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর হেলিকপ্টারটির একমাত্র আরোহী ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং হোটেলের দুই অতিথি আহত হন। তাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী। তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
কুইন্সল্যান্ড পুলিশ এবং এভিয়েশন সেফটি ওয়াচডগ দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করছে। হেলিকপ্টারটি যে কোম্পানির ছিল, তারা জানিয়েছে যে এটি 'অননুমোদিত' ফ্লাইটে ছিল।
ঘটনার সময় ওই হোটেলে অবস্থানকারী কেয়ার্নসের প্রধান আমান্ডা কে বলেন, 'তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। আলো না জ্বালিয়ে একটি হেলিকপ্টার অনেক নিচু দিয়ে চলছিল। এক পর্যায়ে এটি গোল হয়ে হোটেলের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং বিস্ফোরিত হয়।'
অস্ট্রেলিয়ান ট্রান্সপোর্ট সেফটি ব্যুরো ঘটনাস্থলে তদন্তকারীদের পাঠিয়েছে। নটিলাস এভিয়েশন একটি বিবৃতিতে বলেছে, তারা কুইন্সল্যান্ডের সব কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে এই 'অননুমোদিত ব্যবহারের' কারণ অনুসন্ধানে।

দেড় দশকে বিশ্বজুড়ে তরুণ বেকারত্ব কমে সর্বনিম্নে: আইএলও

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে তরুণদের মাঝে বেকারত্ব কমে ১৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। এই ধারা ২০২৫ সাল নাগাদ অব্যাহত থাকতে পারে। তবে দুর্বল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে এশিয়া। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
আইএলও জানিয়েছে, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী যারা কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে (এনইইটি) নেই তাদের সংখ্যা উদ্বেগজনক। কোভিড-১৯'এর পর মহামারি থকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার বিশ্বের সব অঞ্চলে করতে পারেনি। কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের যুবক এবং অনেক তরুণী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের সুবিধা দেখতে পাচ্ছেন না।
আইএলও আরো জানিয়েছে, ২০২৩ সালে ৬৪ দশমিক ৯ মিলিয়নে, বিশ্বব্যাপী মোট বেকার যুবকদের সংখ্যা সহস্রাব্দের শুরুর পর থেকে সর্বনিম্ন ছিল। ১৩ শতাংশে গত বছর বেকারত্বের হার ১৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং ২০১৯ সালে প্রাক-মহামারিকালে বেকারত্বের হার ১৩ দশমিক ৮ শতাংশের নিচে নামে। চলতি ও আগামী বছর এই হার আরো কমে ১২ দশমিক ৮ শতাংশে নামতে পারে।
আইএলওর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর আরব দেশগুলো, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তরুণদের মাঝে বেকারত্বের হার ২০১৯ সালের চেয়ে বেশি ছিল।

উগ্র ডানপন্থীদের রুখতে ব্রিটেনজুড়ে বর্ণবাদবিরোধী পাল্টা প্রতিবাদ

আপনজন ডেস্ক: 'উগ্র-ডানরা থামুন' স্লোগানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ দিবসে যুক্তরাজ্য জুড়ে বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভ করেছে। লন্ডন, এডিনবার্গ এবং কার্ডিফ সিটিসহ বিভিন্ন শহরে এক সপ্তাহেরও বেশি ডানপন্থী দাঙ্গার পর, ফ্যাসিস্টবিরোধী গ্রুপ স্ট্যান্ড আপ টু রেসিজম গত শনিবার দেশব্যাপী বিক্ষোভের ডাক দেয়। সপ্তাহান্তের আগে পুলিশকে আরো সহিংসতার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। কিন্তু স্ট্যান্ড আপ টু রেসিজম অনুসারে সারা দেশে ৫০টিরও বেশি সমাবেশে বর্ণবাদীদের দ্বারা অতি-ডানদের সংখ্যা ছিল। ইউনাইটেড এগেইনস্ট রেসিজম গ্রুপ আয়োজিত বর্ণবাদবিরোধী সমাবেশে ১৫ হাজার মানুষ বেলফাস্টে জড়ো হয়।
বিক্ষোভকারীরা বর্ণবাদ বিরোধী এবং শরণার্থী-সমর্থক বার্তাসহ প্ল্যাকার্ড ধরে স্লোগান দেয়, 'যখন অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে আক্রমণ করা হয় তখন কী হয়? দাঁড়ান। উঠুন, লড়াই করুন'।
এদিকে, হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তুদের সমর্থনে হোয়াইটহলের দিকে মিছিল করে, স্লোগান দেয় 'শরণার্থীদের এখানে স্বাগত জানাই'। আনুমানিক ৫ হাজার লোক ভিক্টোরিয়াতে রিফর্ম ইউকে সদর দফতরে বর্ণবাদের জন্য জড়ো হয়, যেখানে বক্তারা নাইজেল ফারাজকে 'বর্ণবাদ ছড়ানোর' জন্য অভিযুক্ত করেন। পরে ট্রাফালগার স্কোয়ারে বক্তারা সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানির প্ল্যাটফর্মে ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য সাম্প্রতিক সমালোচনার পর আবারও এক্স বস ইলন মাস্কের নিন্দা করেন। স্ট্যান্ড আপ টু রেসিজমের একজন বক্তা জনতাকে বলেন : 'সংখ্যা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর, আমরা এ সপ্তাহে এটি ঘুরিয়ে দিয়েছি'। সমাপনী বক্তা সামিরা আলী বলেন : 'আমাদের মনে হচ্ছে আমরা জোয়ার ঘুরিয়ে দিয়েছি। এটি আমাদের সংঘবদ্ধতার প্রমাণ যে, তারা বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। যদি এটি আমাদের সংঘবদ্ধতা না হতো, তাহলে তাদের থামানো যেত। গোষ্ঠীটি জানিয়েছে যে, তারা যুক্তরাজ্য জুড়ে হাজার হাজার না হলেও শত শত শহরে জড়ো হন, যার মধ্যে এডিনবার্গ, কেমব্রিজ, গ্লাসগো, এক্সেটার, শেফিল্ড, লিভারপুল, নিউক্যাসল, হেস্টিংস, অক্সফোর্ড, ম্যানচেস্টার এবং লন্ডনের অন্যান্য এলাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্ণবাদবিরোধী বিক্ষোভকারীদের মোট সংখ্যা সম্ভবত কয়েক হাজারে পৌঁছতে পারে। এডিনবার্গের হলিরুডের বাইরে এবং গ্লাসগোর জর্জ স্কোয়ারে পাল্টা বিক্ষোভে বিক্ষোভকারীরা 'বর্ণবাদের প্রতি না' এবং 'স্বাগত উদ্বাস্তু : অতি ডানদিকে' লেখা প্ল্যাকার্ড এবং ব্যানার বহন করে। স্ট্যান্ড আপ টু রেসিজম অনুসারে, গ্লাসগো এবং ম্যানচেস্টারের পিকাডিলি গার্ডেনে ৩ হাজার জন জড়ো হয়। এডিনবার্গে প্রায় ২ হাজার লোক বেরিয়েছিল, আর ১ হাজার লিভারপুলের পাশাপাশি নিউক্যাসলের রাস্তায় নামে। এখানে সংগঠনের মতে, খুব কম সংখ্যক ডানপন্থী বিক্ষোভকারী উপস্থিত হয়েছিল। লিভারপুল গত সপ্তাহে হিংসাত্মক দাঙ্গা দেখেছে, যেমনটি হল, যেখানে স্ট্যান্ড আপ টু রেসিজম রিপোর্ট করেছে যে, শনিবার ৪শ' জন বর্ণবাদীবিরোধী জড়ো হয়। স্ট্যান্ড আপ টু রেসিজম-এর সহ-আহ্বায়ক ওয়েম্যান বেনেট বলেছেন : 'আজ দেখা যায় আমরা উগ্র-ডান এবং বর্ণবাদীদের বিরুদ্ধে জোয়ার ঘুরিয়ে দিতে পারি। দেশের ওপরে এবং নীচে, লোকেরা একত্রিত হয়েছে, সংগঠিত হয়েছে এবং একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠাতে মিছিল করেছে : উগ্র-ডানদের স্বাগত জানানো হয় না। আমরা তাদের মুসলমান, অভিবাসী এবং উদ্বাস্তুদের ওপর আক্রমণ করতে দেব না। আমাদের বার্তা হল আশা, সংহতি ও ঐক্যের। এটি এক সপ্তাহেরও বেশি ডানপন্থী দাঙ্গার পরে এসেছে, যা শনিবার সাউথপোর্টে একটি মারাত্মক ছুরি হামলার পরে পাল্টা-বিক্ষোভের মতো একই জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে - এবং রদারহ্যাম এবং টমসহ ওয়ার্থে শরণার্থীদের আবাসন হোটেলগুলোতেও হামলা হয়। ছয় বছর বয়সী বেবি কিং, সাত বছর বয়সী এলসি ডট স্ট্যানকম্ব এবং নয় বছর বয়সী অ্যালিস ডি সিলভা আগুয়েরে ২৯ জুলাই হার্টস্পেসে একটি টেলর সুইফট-থিমযুক্ত নাচের ক্লাসে গণছুরিকাঘাতে নিহত হন।
অ্যাক্সেল রুদাকুবানা (১৮)-এর বিরুদ্ধে তিন মেয়েকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে যোগ ক্লাসের প্রশিক্ষক লিয়ান লুকাস, ব্যবসায়ী জন হেস এবং আট শিশুর হত্যার চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে, যাদের আইনি কারণে নাম প্রকাশ করা যাচ্ছে না এবং একটি বাঁকা ব্লেড, একটি রান্নাঘরের ছুরি রাখার অভিযোগ রয়েছে। ঘটনাটি পরের সন্ধ্যায় মার্সিসাইড শহরে অতি-ডানপন্থী দাঙ্গা এবং তারপর দেশব্যাপী সহিংসতার জন্ম দেয়। ন্যাশনাল পুলিশ চিফস কাউন্সিল শনিবার বলেছে যে, এ ব্যাধির জন্য এখনও পর্যন্ত ৭৭৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৪৯ জনকে ইতোমধ্যেই অভিযুক্ত করা হয়েছে।

শর্তসাপেক্ষে মাদুরোকে দায়মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের জুলাই মাসে ফের নির্বাচিত হয়ে তৃতীয়বারের মতো ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন নিকোলাস মাদুরো। তবে তার এই বিজয়কে স্বীকৃতি দেয়নি পশ্চিমা বিশ্ব। তারা বলছে, ভোটের ফলাফলে কারসাজি করেছেন মাদুরো। এমনকি বিরোধী দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছে পশ্চিমাদের নেতা যুক্তরাষ্ট্র। তাই মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে সরাতে একটি বিশেষ প্রস্তাব দিয়েছে ওয়াশিংটন। নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে তাকে সব অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব করেছে জো বাইডেন প্রশাসন।
রোববার (১১ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জনরায় নিজের পক্ষে না এলেও ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা আকড়ে ধরে আছেন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। তাই তাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র। তারই অংশ হিসেবে মাদুরো ও দেশটির শীর্ষ লেফটেন্যান্টদের বিরুদ্ধে মাদক-সন্ত্রাসের যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেসব থেকে তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার বিষয়ে গোপনে আলোচনা করেছে ওয়াশিংটন।
এ বিষয়ে জানাশোনা আছে এমন তিনজন ব্যক্তি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে বলেছেন, জানুয়ারিতে মাদুরোর বর্তমান মেয়াদ শেষ হবে। এই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যেন তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দেন, সে জন্য সব ধরনের চেষ্টা করছে বাইডেন প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, মিত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমেরিকার সর্বত্র কোকেন ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন মাদুরো। ২০২০ সালে তাকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে সহায়তা করতে পারে এমন তথ্য দিলে দেড় কোটি মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে দেশটি। সূত্র বলছে, এখন পর্যন্ত ভেনেজুয়েলার কংগ্রেসের সভাপতি ও মাদুরোর অনুগত জর্জ রদ্রিগেজ এবং হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের ভেনেজুয়েলা বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত ড্যানিয়েল পি এরিকসনের মধ্যে ভার্চুয়ালি আলোচনা হয়েছে। মাদুরো যদি মার্কিন প্রস্তাবে রাজি হয় তাহলে পশ্চিমা তেল কোম্পানিগুলোকে ভেনিজুয়েলা ছাড়তে বাধ্য করা হবে না বলেও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
তবে এবারই প্রথমবারের মতো মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এমন প্রস্তাব দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর কাতারের রাজধানী দোহায় গোপন এক আলোচনার সময় মাদুরোকে সাধারণ ক্ষমার প্রস্তাব দিয়েছিল ওয়াশিংটন। তবে ক্ষমতা ছাড়তে হবে এমন কোনো ধরনের প্রস্তাবে রাজি হন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট। প্রসঙ্গত, গত ২৮ জুলাই ভেনেজুয়েলায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট হয়। ভোট গণনা শেষে নিকোলাস মাদুরোকে তৃতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ২০১৩ সাল থেকে তিনি দেশটির ক্ষমতায় আছেন। তবে ভেনেজুয়েলার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন বিরোধীরা। তারা বলছেন, ফলাফলে জালিয়াতি হয়েছে। তাদের প্রার্থী এডমুন্ডো গঞ্জালেজ নির্বাচনে ৭৩ দশমিক ২ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। বেশ কয়েকটি বুথ ফেরত জরিপেও তার জয়ের আভাস দেওয়া হয়েছিল।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনোনীত আব্বাস আরাগচি

আপনজন ডেস্ক: ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভার সদস্যদের একটি নামের তালিকা পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা হয়েছে । প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণের ১২ দিন পর রোববার (১১ আগস্ট) তিনি এই নামের তালিকা দিলেন।
সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার খবর অনুযায়ী, নতুন মন্ত্রিসভায় একজন মধ্যপন্থী কূটনীতিককে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং একজন নারী কর্মকর্তাকে নগর উন্নয়নমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছেন মাসুদ পেজেশকিয়ান।
রোববার পার্লামেন্ট অধিবেশনে প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভার ১৯ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করেন তিনি। তবে সোমবার থেকে মনোনীত প্রার্থীদের পর্যালোচনা শুরু হবে এবং পার্লামেন্টে এমপিদের আস্থা ভোটে পাস করলেই তাদের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাশিয়ার ৩০ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে পড়েছে ইউক্রেনের সেনারা

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের সেনারা রাশিয়ার ৩০ কিলোমিটার অভ্যন্তর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে বলে জানিয়েছে মস্কো। প্রায় সপ্তাহখানেক আগে রাশিয়ার কুরস্ক শহরে প্রবেশ করে ইউক্রেনের সেনারা। সীমান্তবর্তী এ অঞ্চলটিতে ট্যাংকসহ অন্যান্য ভারী অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করে তারা। সোমবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের বাহিনী টোলপিনো এবং ওবশচি কোলোদেজ গ্রামের কাছে ইউক্রেনীয় সেনাদের মুখোমুখি হয়েছে। অন্যদিকে কুরস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনীয় আক্রমণ ষষ্ঠ দিনে গড়িয়েছে।
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা এই ঘটনার মাধ্যমে কিয়েভ 'রাশিয়ার শান্তিপূর্ণ জনগণকে ভয় দেখানোর' চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন।
এর আগে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি গত রাতে দেওয়া ভাষণে প্রথমবারের মতো সরাসরি রাশিয়ায় হামলার কথা স্বীকার করেন। পরে তিনি বলেন, চলতি গ্রীষ্মে রাশিয়ার কুরস্ক থেকে ২০০০টি আন্তঃসীমান্ত আক্রমণ চালানো হয়েছে।
রোববার (১১ আগস্ট) রাতে কিয়েভ থেকে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, কামান, মর্টার, ড্রোন। আমরা ক্ষেপণাস্ত্র হামলাও রেকর্ড করেছি এবং এই জাতীয় প্রতিটি হামলাই ন্যায্য প্রতিক্রিয়ার দাবি রাখে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রোববার বলেছে, তাদের বাহিনী 'সাঁজোয়া যানসহ শত্রুদের রাশিয়ার ভূখণ্ডের গভীরে প্রবেশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছে'।
রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, টোলপিনো এবং ওবশচি কোলোদেজ গ্রামের কাছে ইউক্রেনীয় সেনাদের সঙ্গে তারা লড়াইয়ে নিযুক্ত রয়েছে। আর এই এলাকাটি রাশিয়া-ইউক্রেন সীমান্ত থেকে প্রায় ২৫ কিমি এবং ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৫ মি.

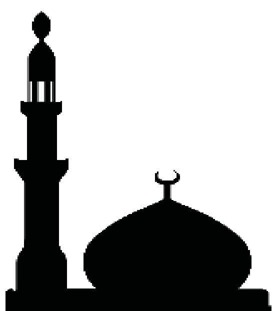

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৭	৫.১৩
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.১৬	
মাগরিব	৬.১৫	
এশা	৭.৩০	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

লেবাননে ইসরায়েলি হামলা, নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: ইরান সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের পাল্টাপাল্টি হামলা বেড়েই চলছে। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, দুই পক্ষের মধ্যে যেকোনো সময় পুরো মাত্রার যুদ্ধ শুরু হতে পারে। এরমধ্যেই লেবাননের তাইবেহ গ্রামে হামলা চালালো ইসরায়েলি বাহিনী।
জানা গেছে, লেবাননের তাইবেহ গ্রামে ইসরায়েলি হামলায় দুইজন নিহত হয়েছে হয়েছে। ইরান সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ এই হামলার তথ্য নিশ্চিত করেছে।

যুদ্ধের অবসান চান হামাস প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি এবং যুদ্ধের পুরোপুরি অবসান চান ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের নতুন প্রধান নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ার। তিনি মধ্যস্থতাকারী দেশগুলোকে এমনটাই জানিয়েছেন।
তবে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুদ্ধবিরতি চান কিনা এটি স্পষ্ট নয়। মধ্যস্থতাকারী দেশ মিসর এবং কাতারের এক কর্মকর্তা সিএনএনকে বলেছেন, কিন্তু কেউ জানে না নেতানিয়াহু কি চায়।
আগামী বৃহস্পতিবার ১৫ আগস্ট মিসরের রাজধানী কায়রোতে হামাস-ইসরায়েল ও মধ্যস্থতাকারী দেশগুলোর প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। মিসর, কাতার এবং যুক্তরাষ্ট্র তিন দেশই বলেছে বৃহস্পতিবারের বৈঠকের মাধ্যমেই তাদের একটি সমাধানে পৌঁছাতে হবে।

ইসরায়েলকে রক্ষায় গাইডেড মিসাইল সাবমেরিন পাঠাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: ইরানের হুমকির পর ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিয়ে বেশ চিন্তিত যুক্তরাষ্ট্র। এমতাবস্থায় ইহুদিবাদী দেশটিকে রক্ষায় মধ্যপ্রাচ্যে গাইডেড মিসাইল বহণকারী সাবমেরিন পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। রোববার সন্ধ্যায় ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের সঙ্গে এক ফোনালাপের পর অস্টিন এই নির্দেশ দেন। পেন্টাগনের এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অস্টিন যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েল রক্ষার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক বাহিনীর শক্তি ও সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন।
ইউএসএস জর্জিয়া নামে পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন জুলাই মাসে ভূমধ্যসাগরে অবস্থান করছিল। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সাবমেরিন মোতায়েনের বিষয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়া বিরল।
এদিকে ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন ইতিমধ্যেই এশিয়া প্যাসিফিকে অবস্থান করছিল। এটি মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই রণতরীতে এফ-৩৫ এবং এফ/এ-১৮ যুদ্ধবিমান রয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২১৯ সংখ্যা, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩১, ৭ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

‘ক্ষুধামুক্ত’ বিশ্ব

দুকবি সুকান্ত লিখিয়াছেন-ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। তিনি বলিয়াছেন যে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় কবিতা লেখা যায় না। প্রায় একই কথা বলিয়াছেন মহাকবি কালিদাস। তিনি বলিয়াছেন যে, ঘরে অন্নের চিন্তা থাকিলে কোনো কাজই সফল হয় না। কাহিনিটি এই রকম যে, একদিন কালিদাস রাজসভার উদ্দেশে রওয়ানা হইবেন; এমন সময় গৃহিণী তাহাকে বলিলেন, ‘ঘরে তণ্ডুল বাড়ন্ত: আসার সময় তণ্ডুল নিয়ে এসো’; কালিদাস ভাবিতে ভাবিতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সেই দিন রাজা বিক্রমাদিত্য কয়েকটি সমস্যা সমাধানের জন্য কালিদাসকে দায়িত্ব দেন; তিনি কিন্তু কোনো সমস্যারই সমাধান করিতে পারেন না। বিস্মিত রাজা কালিদাসকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কালিদাস বলেন, ‘অন্নচিন্তা চমৎকারা, কাতরে কবিতা কুতঃ।’ অর্থাৎ, অন্নচিন্তায় কালিদাস বুদ্ধিহারা।

প্রকৃতপক্ষে, মানুষের সবচাইতে মৌলিক চাহিদা হইল ক্ষুন্নিবৃত্তি। এই জন্য আরো এক দশক পূর্বে জাতিসংঘ লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করিয়াছিল যে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বকে ‘ক্ষুধামুক্ত’ করা হইবে। দুঃখজনকভাবে, সম্প্রতি জার্মানির কৃষি অর্থনীতিবিদ মার্টিন কাইম বলিয়াছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত করা সম্ভব হইবে না। কৃষি অর্থনীতিবিদদের ৩২তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, এখন সমগ্র বিশ্বে যেই ধরনের অপুষ্টি এবং ক্ষুধা দেখা যাইতেছে, তাহা উন্নয়নকে ধাক্কা দিতেছে। ফলে আগামী ছয় বৎসরের মধ্যে ঐ লক্ষ্য পূরণ করা প্রায় অসম্ভব।

স্মরণ করা যাইতে পারে, ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সমস্ত সদস্য দেশ ১৭টি ক্ষেত্রে টিকসই উন্নয়নের যে লক্ষ্য (এসডিজি) স্থির করিয়াছিল, তাহার মধ্যে দ্বিতীয়টি হইল ২০৩০ সালের ভিতরে বিশ্বের সমস্ত মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করা। সকল উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশই শামিল হইয়াছে এই কর্মসূচিতে; কিন্তু তথ্য বলিতেছে, গত কয়েক বৎসরে যেইভাবে করোনা মহামারি এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধে ধনী-দরিদ্রের আর্থিক বৈষম্য বাড়িয়াছে তাহাতে মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত করা সম্ভব হইবে না বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাহা ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভূরাজনৈতিক উত্তাপ সমস্যা আরো বাড়াইতেছে বলিয়া মনে করেন অর্থনীতিবিদ কাইম। বিশেষ করিয়া, যেই ভাবে বিশ্বে খাবার তৈরি, বিপণন এবং খাওয়া হয়, গত কয়েক দশকে তাহার বিশাল কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। আর তাহা না হইলে ১৭টি লক্ষ্যের কোনোটিই ছোঁয়া যাইবে না বলিয়া তিনি মনে করেন।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্বে প্রতি ৯ জনে এক জন অপুষ্টির শিকার। এই হিসাবে অপুষ্টির শিকার মোট জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৮০ কোটি। এই জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশের বসবাস এশিয়া মহাদেশে। সমগ্র বিশ্বে প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ালেখা করে-এমন প্রায় সাড়ে ছয় কোটি শিশু পেটে ক্ষুধা লইয়া স্কুলে যায়। এই জন্য লক্ষ্য রহিয়াছে, কৃষি উৎপাদন ও কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, পশু পালনকারী, জেলেদের মতো জনগোষ্ঠীর জন্য ভূমি নিরাপত্তা, শিক্ষা, আর্থিক লেনদেনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার উৎস নিশ্চিত করা। টেকসই কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কৃষি উৎপাদনে পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রতিকূল আবহাওয়া, বন্যা, খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাহাতে ফসল টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহা নিশ্চিত করা। বিশ্ব খাদ্য পণ্যের বাজারে দাম স্থিতিশীল ও ক্রেতার হাতের নাগালের মধ্যে রাখিতে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জাতিসংঘের নিকট আমরা শুনিয়াছি।

সংঘাতময় স্থানগুলিতে মানবিক, উন্নয়ন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতিমালাগুলিকে ভুলিলে চলিবে না। সুতরাং এই অবস্থায়, সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু হইতে শুরু করিয়া খাদ্যনিরাপত্তার ঝুঁকিতে থাকা সকল মানুষের ক্ষুধা দূর করিবার বৈশ্বিক অঙ্গীকারে সবাইকে অটল থাকিতে হইবে।

ভারতের ‘প্রতিবেশী সবার শেষে’ নীতি

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসায় নয়াদিল্লি থেকে তড়িঘড়ি করে ক্রমাগত যেসব মন্তব্য করা হচ্ছে, তাতে অনেকেই জানতে চাইছেন যে এতে ভারতের দিক থেকে ‘গোয়েন্দা ব্যর্থতা’ ছিল কি না।

লিখেছেন **সঞ্জয় বাড়ু**

এটা একটা মধুর উপহাসই বটে যে নাগরিক সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বকে আহ্বান করা হয়েছে একটি সংকটাপন্ন রাষ্ট্রের আপাতবহিরাবরণ হওয়ার জন্য। বাংলাদেশ রাষ্ট্র, এর সেনাবাহিনী এবং ক্ষমতাবান অভিজাতদের কাছে আর কোনো বিকল্প ছিল না শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী ও নাগরিক সমাজের শ্রদ্ধাভাজন নেতা মুহাম্মদ ইউনূসকে অনুরোধ করা ছাড়া; যেন তিনি বিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

এর মধ্যে একটি বার্তা আছে। আর তা হলো যখন সরকার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তখন রাষ্ট্রকে সবার আগে নাগরিক সমাজের দিকে ফিরতে হয় তার বৈধতা ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসায় নয়াদিল্লি থেকে তড়িঘড়ি করে ক্রমাগত যেসব মন্তব্য করা হচ্ছে, তাতে অনেকেই জানতে চাইছেন যে এতে ভারতের দিক থেকে ‘গোয়েন্দা ব্যর্থতা’ ছিল কি না।

যখন এ বছর জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে রাষ্ট্রীয় সফরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তখন কি ঠিকমতো চিন্তাভাবনা করে এটাকে ভারতের নতুন সরকারের প্রথম রাষ্ট্রীয় আতিথেয়তা হিসেবে নির্ধারণ করেছিল? নরেন্দ্র মোদি সরকারের কি এমন বাধ্যবাধকতা ছিল তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদানের পর শিগগিরই হাসিনাকে আবার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য? এসব প্রশ্নের তাৎক্ষণিক কোনো উত্তর জনপরিসরে নেই।

হাসিনার রাষ্ট্রীয় সফর কি ভারতের সুবিবেচনার ভিত্তিতে হয়েছিল? নাকি বাংলাদেশের পরিস্থিতি সঠিকভাবে বিবেচনা করতে না পারায়? এটা কি ‘গোয়েন্দা ব্যর্থতা’, না রাজনৈতিক অবিবেচনা? যদিও আইএনডিএ জোটের দলগুলো বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহের ভিত্তিতে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া ও পদক্ষেপের সঙ্গে সহাবস্থান নিয়েছে, তবু তাদের এসব প্রশ্নের উত্তর দাবি করা উচিত। কেন ও কীভাবে আমরা নিজেরা নিজেদের এ রকম একটা অবস্থায় পতিত করলাম?

ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ‘প্রতিবেশী সবার আগে নীতি’ ঘোষণা করেছে। অথচ প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমাদের জানা-বোঝার অবস্থা এটাই দেখায় যে আমাদের গণমাধ্যম ও গবেষকদের নীতি হলো ‘প্রতিবেশী সবার শেষে’। শুধু ‘গোয়েন্দা ব্যর্থতাকে’ দায়ী করা হয় কেন? এখানে তো ‘বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতাও’ আছে।

এ প্রশ্নের উত্তর সরকারকে দিতে হবে। তবে ভারতীয় গণমাধ্যমকেও আরেকটি সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিতে হবে। শুধু রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর ‘গোয়েন্দা ব্যর্থতা’-র অভিযোগ তুললে হবে না, বরং গণমাধ্যমকে নিজেদের ভেতরে তাকাতে ও জিজ্ঞাসা করতে হবে যে ‘কেন গণমাধ্যমের সংবাদ প্রতিবেদনের ব্যর্থতা’ দেখা দিল।

বস্তুত একটি বৃহত্তর ‘বুদ্ধিগত ব্যর্থতা’ দেখা দিয়েছে। কেননা নয়াদিল্লির যাবতীয় গবেষণা সংস্থা ও গণমাধ্যমের আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক পাণ্ডিত্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল।

ভারতের প্রধান প্রধান প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর কারোরই প্রতিবেশী দেশে নিজস্ব প্রতিনিধি নেই। প্রতিবেশীদের সম্পর্কে ভারতে যে জনমত গড়ে ওঠে, তা প্রধানত ভারত সরকার অথবা বিদেশি তথা পশ্চিমা গণমাধ্যমের ভাষ্য দিয়ে। গণমাধ্যমগুলোর পেশাগত প্রতিবেদনের শূন্যতা পূরণ হয় অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিক ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে।

যখন পাকিস্তানে কিছু ঘটে, টিভি চ্যানেলগুলো অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিকদের ডেকে আনে, যাঁরা সেখানে অতীতে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অথবা ডাকা হয় বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক কর্মকর্তাদের, যাঁরা এখনো খোঁজখবর রাখেন। গণমাধ্যমের নিজস্ব দক্ষতা-যোগ্যতা খুব কমই আছে।

চীনে যেখানে নিয়মিতই ভারতীয় সাংবাদিকেরা অবস্থান করেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজন খুবই ভালো, সেখানেও গণমাধ্যমে চীনবিষয়ক বেশির ভাগ বিশ্লেষণ আসে অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিক ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে।

একসময় নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সাংবাদিকেরা থাকতেন।

ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ‘প্রতিবেশী সবার আগে নীতি’ ঘোষণা করেছে। অথচ প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমাদের জানা-বোঝার অবস্থা এটাই দেখায় যে আমাদের গণমাধ্যম ও গবেষকদের নীতি হলো ‘প্রতিবেশী সবার শেষে’। শুধু ‘গোয়েন্দা ব্যর্থতাকে’ দায়ী করা হয় কেন? এখানে তো ‘বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতাও’ আছে।

এ প্রশ্নের উত্তর সরকারকে দিতে হবে। তবে ভারতীয় গণমাধ্যমকেও আরেকটি সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিতে হবে। শুধু রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর ‘গোয়েন্দা ব্যর্থতা’-র অভিযোগ তুললে হবে না, বরং গণমাধ্যমকে নিজেদের ভেতরে তাকাতে ও জিজ্ঞাসা করতে হবে যে ‘কেন গণমাধ্যমের সংবাদ প্রতিবেদনের ব্যর্থতা’ দেখা দিল।

বস্তুত একটি বৃহত্তর ‘বুদ্ধিগত ব্যর্থতা’ দেখা দিয়েছে। কেননা নয়াদিল্লির যাবতীয় গবেষণা সংস্থা ও গণমাধ্যমের আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক পাণ্ডিত্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল।

এখন আর নেই বললেই চলে। এমনকি যখন কোনো অস্বাভাবিক ঘটনার প্রতিবেদন দাখিল করা হয়, দিল্লিতে বসে থাকা সম্পাদকেরা সেদিকেও তেমন মনোযোগ দেন না।

২০২১ সালে আমেরিকা যখন নাটকীয়ভাবে কাবুল থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেয়, তখন সেখানে কোনো ভারতীয় সাংবাদিক ছিলেন না। তবে দ্রুতই সাহসী সাংবাদিক নয়নিমা বসুসহ কয়েকজন সেখানে ছুটে যান।

২০২২ সালে যখন হাজার হাজার তরুণ কলম্বোয় রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে ঢুকে তা তছনছ করে দেন, ভারতের মানুষ তা প্রথমে পশ্চিমা সাংবাদিকদের পাঠানো প্রতিবেদন থেকে জানতে ও দেখতে পারে। যখন মালদ্বীপের নতুন রাজনৈতিক নেতা দ্বীপটি থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানান, ভারতীয় গণমাধ্যম তখনো জানত না যে সেখানে ঠিক কী হচ্ছে।

ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় তো ভারতের বিশেষ স্বার্থ জড়িতে আর তাই এখানে ও উপকূলীয় অঞ্চলে তার মনোযোগও আছে। অথচ এসব জায়গায় কোনো ভারতীয় সাংবাদিক নেই। সে কারণে এটা মোটেও বিস্ময়কর নয় যে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশে যা ঘটে গেল, তার খবর জানতেও ভারতীয়দের আবার সেই পশ্চিমা গণমাধ্যমের দিকে তাকাতে হলো। সংকটকালীন পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহের নাটকীয় মোড় নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করা ভারতীয় গণমাধ্যমের জন্য মূল বিষয় ও চ্যালেঞ্জ নয়। বরং আসল কাজটা হলো পাশের বাড়ির মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও প্রত্যাশার সংবাদ তুলে ধরা।

যদি রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হতো, তাহলে প্রতিবেশীদের বিষয়ে ভারতীয় সমাজ ও সরকারকে সম্যক অবহিত রাখা যেত। সে ক্ষেত্রে কূটনীতিক ও গুপ্তচরেরা ঘটনাপ্রবাহ ঠিকমতো অনুসরণে ব্যর্থ হলেও গণমাধ্যম ঠিকই তা পারত।

গণমাধ্যমের প্রবাসী প্রতিনিধিরা একটি দেশের চোখ ও কানের সমতুল্য, যাঁরা প্রায়ই ইতিহাসের প্রথম খসড়া লিখে থাকেন। ১৯১৭ সালে লেনিন ও তাঁর কমরেডরা রাশিয়ায় কী করছিলেন, দুনিয়া তা জানতে পেরেছিল সাংবাদিক জন রিডের পাঠানো বার্তাগুলো থেকে। একইভাবে মাও সে-তুং চীনে কী করছিলেন, সেগুলো লিখে পাঠিয়েছিলেন এডগার স্নো। দুজনই ছিলেন মার্কিন সাংবাদিক। ১৯৭১ সালে ঢাকার ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আজকে যেসব বিশ্লেষণ আমরা পাই, তার বেশির ভাগই এসেছে অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিক এবং পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অবমুক্ত করা নথিপত্র থেকে। গত সপ্তাহে ভারতীয় গণমাধ্যমে যেসব কলাম ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, তার বেশির ভাগই সেই অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিক ও গোয়েন্দাদের কাছ থেকে আসা।

নয়াদিল্লিভিত্তিক গণমাধ্যম ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক বিশ্লেষক বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে শত শত শব্দ লিখে চলেছেন এখন। তবে আমার জানামতে, তাঁদের খুব কমই আসলে এর আগে শেখ হাসিনার ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তা ও ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী আচরণ এবং তাঁর নয়াদিল্লি সফরকালে বাংলাদেশে ঘনীভূত সংকট সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেননি বা লেখেননি।

দিল্লি বা কলকাতায় যাঁরা আছেন, তাঁদের চেয়ে গোয়া ও বেঙ্গালুরুর দুজন বিশ্লেষক বরং বাংলাদেশের পরিস্থিতি কী হতে যাচ্ছে, সেটা অনেক ভালোভাবে ধরতে পেরেছিলেন।

ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তার ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণমূলক পুনর্বিবরণ প্রয়োজনীয় বটে। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমাদের জানা-বোঝা যদি ঘটনা-পরবর্তী বিশ্লেষণ ও মাথা চুলকানোর মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে, তাহলে একটি দেশকে, এর বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎকে ও সরকারকে এ রকম ঘটনা মোকাবিলায় প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এসব লেখার কী উপযোগিতা আছে।

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে যেসব ঘটনা ঘটেছে এবং মৃতপ্রায় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা পরিষদকে (সার্ক) উজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর মুহাম্মদ ইউনূস যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে ভারতীয় অভিজাত আমাদের প্রতিবেশীদের বিষয়ে কতটা ব্যর্থ।

ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ‘প্রতিবেশী সবার আগে নীতি’ ঘোষণা করেছে। অথচ প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমাদের জানা-বোঝার অবস্থা এটাই দেখায় যে আমাদের গণমাধ্যম ও গবেষকদের নীতি হলো ‘প্রতিবেশী সবার শেষে’। শুধু ‘গোয়েন্দা ব্যর্থতাকে’ দায়ী করা হয় কেন? এখানে তো ‘বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতাও’ আছে।

সঞ্জয় বাড়ু একজন অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের একজন উপদেষ্টা।

দ্য ওয়ার ডট ইন-এর সৌজন্যে।

মুকুল কেসাভান

বাংলাদেশের পরিবর্তনকামী মানুষের কথা ভাবতে হবে ভারতকে

শেখ হাসিনাকে ঢাকা থেকে উড়োজাহাজে চড়তে বাধ্য করা এবং তাঁর দিল্লিতে আগমনের কারণে আবার ভারতের সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে আসছে বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গের বাইরের অধিকাংশ ভারতীয়র কাছে বাংলাদেশ একের পর এক গোলমালের আধার। এসব গোলমালের ঘটনা পরম্পরাগতভাবে কেন উল্লেখযোগ্য, তা উন্মোচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এখন।

ষাটের দশকে আমি শিশু ছিলাম। সে সময়কার স্মৃতি হিসেবে আমাদের কাছে ধরা পড়ে বাংলাদেশ, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছিল ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে ক্ষুব্ধ একটি জায়গা। আমি জানতাম না তখন এই বাঁধ আসলে কী ছিল। পরে আমি জানতে পারি যে এই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল গঙ্গার পানি হুগলি দিয়ে কলকাতা বন্দরে পাঠানোর জন্য। এ ছাড়া অন্য কোনোভাবে আমাদের কল্পনায় কোনোভাবেই পূর্ব পাকিস্তান ছিল না। এ অঞ্চলটিকে আমরা দেখতাম শুধু পাকিস্তান নামে খামখেয়ালি এক শত্রুদেশের শাখা হিসেবে। কিশোর বয়সে ভারতে বসে শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া যে একজন জননেতার কথা আমি জানতাম, তিনি হলেন মাওলানা ভাসানী। আমার মনে হয়, যে কারণে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আমার মাথায় গেঁথে গিয়েছিলেন সেটি হলো—ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো তখন তাঁকে ভারতবিরোধী এক চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছিল। ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে তিনি যে লংমার্চ করেছিলেন, তা এই ভারতবিরোধী তকমাকে আরও পোক্ত করেছিল।

বাংলাদেশের জন্ম হওয়ার আগে পূর্ব পাকিস্তান বন্যা, ধ্বংসাত্মক এক ঘূর্ণিঝড় ও প্রায় দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার মতো নানা ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। এতে করে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে তলানিতে রয়েছে বলে ভারতীয়দের যে ধারণা ছিল, তা আরও দৃঢ় হয়। সত্যি বলতে গেলে ষাটের দশকে ভারত নিজেও একপ্রকার খারাপ অবস্থার মধ্যে ছিল। দুটি যুদ্ধে অংশ নিয়ে তখন জর্জরিত দিল্লি। ১৯৬৬ থেকে ’৬৭ সাল পর্যন্ত বিহারে চলেছিল খাবারের সংকট। সত্তরের দশকের শুরুর দিকে একই সংকট মহারাষ্ট্রেও দেখা দিয়েছিল। তবে সেগুলো আমাদের আটকে রাখতে পারেনি। ভারতে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জগুলো উতরে যাওয়ার মতো ছিল। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে এই সমস্যাগুলো ছিল স্থায়ী।

দিল্লিতে বসে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যেভাবে দেখতাম, তার সঙ্গে যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশটির মানুষের আকাঙ্ক্ষার খুব কমই মিল ছিল। পাকিস্তানের পরাজয় এবং বাংলাদেশের জন্ম দ্বিরাষ্ট্রীয় তত্ত্বের ঐতিহাসিক প্রত্যাখ্যান হিসেবেই দেখেছিলেন ভারতীয়রা। আমার মনে পড়ে, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায় একজন মুসলমান সহকর্মী আমাকে বলছিলেন, বাংলাদেশের জন্ম বড় স্বস্তি এনে দিয়েছে। কারণ, দেশভাগের পর থেকে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছিল দ্বিরাষ্ট্রীয় তত্ত্ব। সেটি হলো—একটি দেশই কেবল উপমহাদেশের সব মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে। আরও সাধারণভাবে বলতে গেলে, বাংলাদেশের জন্মকে দেখা হচ্ছিল ঐতিহাসিক ভারত যেমন ছিল, সেদিকে যাত্রার সূচনা হিসেবে। মনে হয়, এটা বলা ন্যায়সংগত হবে যে বাংলাদেশের জন্মের সময় ইন্দিরা গান্ধীকে একজন ধাত্রীর ভূমিকায় দেখেছিলাম আমরা। সদ্য জন্ম নেওয়া এই দেশটির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল মালিকানাসুলভ। ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের

হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচাতে এক কোটি বাংলাদেশি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিল ভারত। মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল তারা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপটও তৈরি করে দিয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান বা বঙ্গবন্ধু ভারতেও খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁকে ভারতের রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিত বলে মনে করা হতো। সত্যিটা হলো, তিনি যে বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, তাতে ভারতের বড়ভাইসুলভ এই বন্ধুত্বের ধারণা আরও পোক্ত হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য এটি কোনো স্থিতিশীল ভিত্তি ছিল না। শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা ও ভারতবিরোধী ইসলামি সেনাশাসনের সূচনায় মনে হচ্ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রূপে আবার বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশকে যে ভারতীয়রা এক সময় তাঁদের দীক্ষায় দীক্ষিত বলে মনে করতেন, তাঁরাই আবার বাংলাদেশকে অকৃতজ্ঞ বলে সমালোচনা করতে থাকলেন। তবে বেশির ভাগই বাংলাদেশের বিষয়টা মাথায়ই আনেননি। বাংলাদেশের বৈষম্যমূলক ও সংখ্যাগরিষ্ঠবাদের রাজনীতির কারণে দেশটিতে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়াটা বর্তমানে ভারতে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির আগেও হিন্দু জনসংখ্যা কমার এই প্রবণতাটা ছিল। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ ছিল হিন্দু। শতকরা এই হিসাবটা ছিল দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক হিন্দু ভারতে চলে যাওয়ার পরের। ১৯৭৪ সালে এই হার আরও কমে প্রায় ১৪ শতাংশে দাঁড়ায়। আর ২০২২ সালে আমরা যে সর্বশেষ হিসাব পেয়েছি, তাতে দেখা গেছে তখন বাংলাদেশে হিন্দু ছিল ৮ শতাংশের কিছুটা কম। বাংলাদেশে বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় হিন্দুদের ওপর ও হিন্দু মন্দিরে সহিংস হামলার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এটা এই নোংরা রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশ। দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠবাদ পাশের দেশেও ধর্মান্ধ হামলাকারীদের জন্য পথ তৈরি করে দেয়। আমার শ্বশুর ১৯২৩ সালে সিলেটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বেড়ে ওঠার সময় তাঁর কাছে বড় শহর ছিল শিলং, কলকাতা নয়। দেশভাগের পর তাঁদের চার ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই সিলেটে থেকে যান। বাকিরা শিলং, কলকাতা ও লক্ষ্ণৌতে বসবাস করা শুরু করেন। ষাটের দশকের কোনো এক সময়ে সিলেট থেকে শ্বশুরের ওই ভাইও কলকাতায় চলে আসেন। পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় তিনি সে সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। আমার শ্বশুর সিলেট ছেড়েছিলেন ১৯৪৬ সালে। এর প্রায় ৭০ বছর পর তিনি প্রথমবারের মতো সেখানে গিয়েছিলেন। মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সিলেটে নিজ গ্রাম রমাপতিপুর ঘুরে দেখেছিলেন। গিয়েছিলেন ছেলেবেলায় তিনি যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন, সেখানেও। ওই বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আলাপচারিতাও হয়েছে তাঁর। রমাপতিপুর গ্রামে তোলা তাঁর একটি অসাধারণ ছবিও আছে। ছবিতে তাঁর পাশে দুজন হাস্যোজ্জ্বল বৃদ্ধ। তাঁরা আমার শ্বশুরকে চিনতেন না। তবে দেশত্যাগী এই সন্তানকে স্বাগত জানাতে ভোলেননি। আমার শ্বশুর যে দেশের বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেটি অর্থনৈতিকভাবে তলানিতে থাকা কোনো দেশ ছিল না। অস্বস্তিকর হলেও এটা আমরা এখন জানি যে—শিশুমৃত্যু, খোলা জায়গায় মলত্যাগ, এমনকি গড় বয়সের মতো গুরুত্বপূর্ণ মানব উন্নয়ন সূচকগুলোতে ভারতের চেয়ে ভালো করছে বাংলাদেশ। যে দেশটি আপনাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে ভালো করছে, সেটিকে নিজেদের চেয়ে এগিয়ে রাখার মনোভাব থাকাটা কঠিন। তাই বাংলাদেশকে আমাদের মতোই একটি দেশ হিসেবে চিন্তা করাটা ভালো হবে, যারা আমাদের মতোই অসমতা, দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার মতো নানা উপমহাদেশীয় চ্যালেঞ্জের সঙ্গে লড়াই করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় যেসব দেশে সহিংস রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে, সেগুলোর সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং প্রতিবেশী দেশটির ভূরাজনীতি-সংক্রান্ত উদ্বেগের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। আর সে অনুযায়ী শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানানোটাই হবে সবচেয়ে যৌক্তিক। এর অর্থ হলো বাংলাদেশের যেসব শিক্ষার্থী, অধিকারকর্মী ও নাগরিক কঠিন এই পরিবর্তনের সময় দেশের হাল ধরতে চাইছেন, তাঁদের বিষয়েও ভারতের নীতিনির্ধারক, নাগরিক ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ভাবতে হবে। এখানে সহমর্মিতা থাকবে। তবে তা হবে তাঁদের (বাংলাদেশের আন্দোলনকারী) জন্য, আমাদের জন্য নয়।

প্রথম নজর

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়নে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়তের নিন্দা

নুরুল ইসলাম ● আগরতলা

আপনজন: বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়নের অবিযোগ ওঠায় তার চরম নিন্দা করেছে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। এক বিবৃতিতে ত্রিপুরা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মুপতি তৈয়েবুর রহমান বলেছেন, ৫ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগের পর, সে দেশের সংখ্যালঘু সহ অন্যান্যদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। বিশেষভাবে কিছু পুলিশ কর্মীকে এবং সাংবাদিককে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগও রয়েছে। বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়ি ঘরে ঢুকে লুটপাট এবং অমি সংযোগের অভিযোগ উঠে আসছে। অভিযোগ রয়েছে কিছু মন্দিরে হামলার, যদিও সেখানকার সংখ্যাগুরু মুসলিম, মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী, এবং আলেমরা মাঠে নেমে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তারপরও বিক্ষিপ্তভাবে স্বার্থান্বেষী মহলের দ্বারা সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের অভিযোগ জারি রয়েছে বলে আমরা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে

TRIPURA STATE JAMIAT ULAMA-I-HIND
ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের নিন্দা

দেখতে পাচ্ছি। আমরা ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে এই সমস্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা চাই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হোক। মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আমাদের প্রতিবেশীদের সুখে-দুখে অংশীদার হওয়া এবং তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করা। বাংলাদেশে মুসলিম সহ সমস্ত অংশের মানুষদের নিকট আমরা আহ্বান রাখছি, তাদের প্রতিবেশী সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং অধিকার সুনিশ্চিত রাখার। আমরা চাই বাংলাদেশে একজন সংখ্যালঘু নাগরিক যাতে কোন ধরনের ধর্মীয় বিভেদ এবং হামলার শিকার না হন। একইভাবে আমরা গোটা বিশ্বের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবী করছি।

সুন্দরবনের পরিবেশকে বাঁচাতে নয়া উদ্যোগ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সুন্দরবনের পরিবেশ কে বাঁচাতে নয়া উদ্যোগ গ্রহণ করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক।সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের আনন্দাবাদ গ্রামের ৫০ টি পরিবারের হাতে উন্নত প্রজাতির আমের চারা গাছ তুলে দেন। উল্লেখ্য প্রতিনিয়ত সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস সহ গ্রাম এলাকা থেকে গাছের পরিমাণ অনেকাংশে কমতে শুরু করেছে।যারফলে বিশ্ব উষ্ণায়ণের কবলে পড়তে হচ্ছে। ঋতু ও জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে। এমন অশনি সংকেতের জন্য অক্সিজেনের মাত্রা কমছে।নদীতে লবণতা বাড়ছে। যাতে করে পরিবেশে অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক থাকে এবং বৃক্ষছেদন না হয়,তারজন্য অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করে ফলের চারাগাছ বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অমল বাবু। তিনি আরো বলেছেন,মূলত বাসন্তীর শিবগঞ্জ এর চম্পা মহিলা সমিতি ও কেয়ার আনলিমিটেড এর উদ্যোগে সোমবার ৫০ টি পরিবারের হাতে উন্নত মানের আমের চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়েছে। এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরো ১০০০ পরিবারের হাতে আমের চারাগাছ তুলে দেওয়া হবে পাশাপাশি সমগ্র সুন্দরবন জুড়ে উন্নত প্রজাতির আমের চারাগাছ বিতরণ করা হবে।

ইমামবাড়া হাসপাতালে কর্ম বিরতি

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: আরজিকর কান্ডে জুনিয়র ডক্তাররা কর্ম বিরতির ডাক দেওয়ায় চুঁচুড়ার ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে সকল প্রশিক্ষণরত জুনিয়র চিকিৎসকেরা পোস্টার হাতে হাসপাতাল চত্বরে মিছিল করেন। অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তির দাবি তুলে স্লোগান দেন চিকিৎসক সহ নার্সরা , একই সাথে চুঁচুড়া হাসপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি দাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি হাসপাতাল সুপার অমিতাভ মন্ডল এর হাতে তুলে দেন। তবে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা বজায় রেখে অভিনব প্রতিবাদে সামিল হন বহির্বিভাগের সিনিয়র চিকিৎসকেরা। আউটডোরের নির্দিষ্ট কক্ষ ত্যাগ করে ডাক্তাররা লিফ্ট ঘরের সামনে চেয়ার টেবিল পেতে প্রকাশ্যে রোগী দেখেন।

শ্লীলতাহানি ছাত্রীকে, ধৃত শিক্ষক

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। বারুইপুর মাষ্টার পাড়ার ঘটনা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুভাশিস ব্যানার্জি নামের ঐ শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট টিউশানি পড়তে যেত দ্বাদশ শ্রেণীর ঐ ছাত্রী। অভিযোগ শনিবার সেখানে পড়তে গেলে অভিযুক্ত শিক্ষক ঐ ছাত্রীর সাথে অশালীন ব্যবহার করেন। এরপর বাড়ি ফিরে এসে ঐ ছাত্রী সমস্ত ঘটনা পরিবারের সদস্যদের জানায়।

১০ বছর ধরে বেহাল রাস্তা, সমস্যায় প্রায় ৭০ হাজার মানুষ, রাস্তা মেরামতের দাবি

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: খানখন্দে ভরা রাস্তা, জল কাদা মাড়িয়ে স্কুলের ছাত্র ছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষের যাতায়তে সমস্যায় পড়তে হয় কয়েক বছর ধরে। ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিলেও মিলেনা রাস্তা মেরামতের কাজ। কান্দির গোকর্ণ বাজার থেকে ডাঙ্গাপাড়া পর্যন্ত প্রায় ৮ কিমি রাস্তার বেহাল দশা, প্রশাসনকে বারবার জানিয়ে কোনো সুরাহা হয়নি।

তাই বৃহস্প্রতিবার দুপুরে রাস্তা মেরামতের দবীতে কান্দি থানার কুমারষণ্ড অঞ্চলের গোকর্ণ থেকে ডাঙ্গাপাড়া ৮ কিমি রাস্তার বেহাল দশা, দীর্ঘ ১০ বছর ধরে রাস্তা মেরামত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান কান্দির কুমারষণ্ড অঞ্চলের ২৭ টি গ্রামের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার মানুষের একমাত্র রাস্তা । গোকর্ণ থেকে ডাঙ্গাপাড়া ৮ কিমি রাস্তা এতটাই খারাপ যে সাধারণ মানুষ থেকে ছাত্র ছাত্রীদের যাতায়াতে প্রচন্ড সমস্যা হয়।

প্রায় ১৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দুটি হাইস্কুলের শত শত ছাত্র ছাত্রী এই রাস্তার জল কাদা মাড়িয়ে স্কুলে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। সবচেয়ে বড়ো সমস্যায় পড়তে হয় অসুস্থ রোগী থেকে গর্ভবতী মায়েদের হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে টোটেতে যাওয়ায় সময় মাঝে মধ্যেই বিপদে পড়তে হয় বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

কান্দির গোকর্ণ নওপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মাসরাউল সেখ বলেন, ১০ আগে থেকে প্রতিদিন জলকাদা মেড়ে আমাদের যাতায়ত করতে হয়। যদিও ৫ বছর আগে একবার কোনো রকমে রিপিয়ারিং করা হলেও ৬ মাস যেতে না যেতেই পিচ উঠে পাথর বেরিয়ে গর্ত হয়ে যায়।

মাদারহাটি গ্রামের বাসিন্দা সারিউল সেখ বলেন, প্রাইমারী স্কুল থেকে হাইস্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা সাইকেল কিংবা টোটোতে যাতায়ত করতে গিয়ে অনেক সমস্যায় পড়ে, কখনো বই কখনো বা স্কুলের পোষাক জল কাদায় নষ্ট হয়ে যায়।

বিজয়নগর গ্রামের বাসিন্দা সাইনদ্দীন সেখ বলেন,বাজার হাট, চাষ বাসের ফসল নেওয়ার সমস্যা তো আছেই , বড়ো সমস্যা হয় অসুস্থ রোগী, গর্ভবতী মায়েদের , এমন অনেকদিন আছে রাস্তা খারাপের জন্য টোটোর মধ্যেই সন্তান প্রসাব করতে হয়েছে ।

বিয়ে বাড়িতে পুকুরে ডুবে মৃত্যু শিশুর

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের করণদিঘী ২ নম্বর অঞ্চলে এক বিয়েবাড়ির আনন্দ মুহূর্তে পরিণত হলো শোকের আবহে। সোমবার দুপুরে বর ডিঘি পুকুরে ডুবে মারা গেল রুচি কুমারী নামে এক ছোট্ট মেয়ে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, রুচি কুমারীর বাড়ি বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া এলাকায়। সোমবার ঘটনা ঘটেছে করণদিঘী থানার পাচঁপির এলাকায়, যেখানে বিয়েবাড়িতে আনন্দ-উৎসব চলছিল। কিন্তু সেই আনন্দ মুহূর্তেই বিষাদে রূপ নেয়, যখন রুচি পুকুরে খেলার সময় হঠাৎ জলে তলিয়ে যায়। সেখানে উপস্থিত লোকজন তাকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, শেষ পর্যন্ত তার প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাল্যবিবাহ সচেতনতা সেমিনার

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: জেলার মধ্যে সবথেকে বেশি বাল্যবিবাহ হওয়ার ঘটনা কেশপুর ব্লকে। তাই এই বাল্যবিবাহ আটকাতে বড় উদ্যোগ শুরু হলো কেশপুরে। সোমবার কেশপুরের ছয় নম্বর জগন্নাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন হলো ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। স্থানীয় কোঙরের আয়মা উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সোমবার দুপুরের পর এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন হয়। যেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা ছাড়াও যুগ্ম বিডিও সৌমিক সিংহ, কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্ত গরাই ও অন্যান্যরা। ছাত্র-ছাত্রী সকলকেই বোঝানো হয়েছে বাল্যবিবাহ কতটা ক্ষতিকারক। এই প্রসঙ্গে কেশপুরের জয়েন্ট বিডিও সৌমিক সিংহ বলেন, এটা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝালে হবেনা, আমরা অভিভাবক ও সমস্ত স্তরকে সচেতন করার চেষ্টা চালাচ্ছি। অবিলম্বে এই বাল্যবিবাহ বন্ধ না করতে পারলে সামাজিক সমস্যা তৈরি হবে। আমরা চূড়ান্তভাবে সচেতনতার প্রচার শুরু করছি।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সভা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় তোরজোর জেলা প্রশাসনের। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত দপ্তর ও প্রশাসনিক কর্তা আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে। শনিবার থেকে গঙ্গার জল ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চরম বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে গঙ্গার জলস্তর। অস্থায়ী বাঁধ ভেঙ্গে প্লাবিত মানিকচক ব্লকের ভুতনির একাধিক গ্রাম। বন্যা কবলে পড়ে বহু পরিবার দিশেহারা। এমন পরিস্থিতিতে মালদা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে কবলিত এলাকায়। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের যাতে কোনো সমস্যা না হয় তার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে ফ্ল্যাট সেন্টার গুলি। পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে মোবাইল হেল্প ক্যাম্প। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যাওয়া হয়েছে বন্যা কবলিত এলাকায়। মূলত মালদার মানিকচক ও রতুয়া ব্লকে বন্যা পরিস্থিতি ভয়ংকর। এ দুটি ব্লকের পরিস্থিতি মোকাবিলা নিয়েই মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের বৈঠক করা হয়।

বেথুন স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

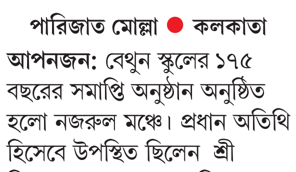

পারিজাত মোল্লা ● কলকাতা

আপনজন: বেথুন স্কুলের ১৭৫ বছরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো নজরুল মঞ্চে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী বিনোদ কুমার, প্রধান সচিব, বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী শুভ্র চক্রবর্তী, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এবং রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা, শ্রী অরূপ সেনগুপ্ত, ডক্টর চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত গোপা দত্ত।

লালবাঁধ সংস্কারে বেহাল কলেজের নিকাশি ব্যবস্থা, জলে ভাসল ক্লাসরুম

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: লালবাঁধ সংস্কারে বেহাল কলেজের নিকাশি ব্যবস্থা। জল জমে ভাসল ক্লাসরুম, জমে থাকা জলে পা ডুবিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে বাধ্য হল পরীক্ষার্থীরা, ক্ষোভ বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজে ।

লালবাঁধের জল উপচে কিছুদিন আগেই প্লাবিত হয়েছিল লালবাঁধ লাগোয়া হেক্টরের পর হেক্টর কৃষিজমি। এবার দিঘি সংস্কারে জেরে বেহাল হয়ে পড়া নিকাশি ব্যবস্থার জেরে জলমগ্ন পড়ল বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজ। কলেজ চত্বর ছাপিয়ে সেই জমা জল ঢুকে পড়ল কলেজের ক্লাসরুমেও। ক্লাসরুমের ভেতর জমা জলে পা ডুবিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরের পরীক্ষা দিতে বাধ্য হলেন পড়ুয়ারা। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাকে ঘিরে এদিন ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে পড়ুয়াদের মধ্যে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক দিঘি লালবাঁধ। বছর কয়েক আগে এই দিঘি সংস্কার করার পর সম্প্রতি দিঘির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে অতিরিক্ত জল বের করার নিকাশি নালার মুখে পাকা বাঁধ তৈরী করে দিঘির মাছ চাষীরা। আর এতেই বিপত্তি ঘটে। দিঘির জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে প্লাবিত হয় দিঘি লাগোয়া হেক্টরের পর হেক্টর কৃষি জমি।

সম্প্রতি এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জেরে জল জমল দিঘি লাগোয়া রামানন্দ কলেজে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গতকাল ভারী বৃষ্টির জেরে দিঘির জল রামানন্দ কলেজ চত্বরে জল জমতে শুরু করে। জল কলেজ চত্বর ছাপিয়ে ঢুকে পড়ে কলেজের একটি ক্লাসরুমে।

এদিকে রামানন্দ কলেজ বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জোনাল পরীক্ষাকেন্দ্র হওয়ায় স্থানাভাবে জলমগ্ন ওই ক্লাসরুমেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টার পরীক্ষার আয়োজন করতে বাধ্য হয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। এদিন জলমগ্ন ওই ক্লাসরুমে কার্যত জলে পা ডুবিয়েই পরীক্ষা দেন পরীক্ষার্থীরা। আর তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরীক্ষার্থীরা।কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবী এতদিন কলেজের নিজস্ব নিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই জল সটান পৌঁছে যেত লালবাঁধে। কিন্তু সেই দিঘি সংস্কারের সময় কলেজের নিকাশি নালা কার্যত বুজিয়ে ফেলা হয়। আর তাতেই ঘটে এই বিপত্তি। কলেজ কর্তৃপক্ষের আস্বাস পরীক্ষার দ্বিতীয়ার্ধের আগেই পাম্প দিয়ে জল বের করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ডাক্তার হত্যার প্রতিবাদ মিছিল বাম যুবদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তারি পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার বহরমপুরে পথে নামে ছাত্র-যুব সংগঠন PSU-RYF-NBMS। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী যৌন নির্যাতন করে খুন করা হয় ওই পড়ুয়াকে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আজকের এই কর্মসূচিতে বহরমপুর ঋত্বিক সদন থেকে টেক্সটাইল মোড়ে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল এবং অবস্থান বিক্ষোভ করেন সংগঠনের নেতাও কর্মীরা, এই কর্মসূচিতে জেলা সম্পাদক রুবেল শেখ, আর ওয়াই এফ এফ জেলা সম্পাদক এ কে এম হাসানুজ্জামান, নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের জেলা সম্পাদিকা শেফালী কুড়ি ও মনোজিৎ চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ এই সভায় বক্তব্য রাখেন।

জেলা সম্পাদক রুবেল সেখ বলেন আর জি কেআর কর এর মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করেছে তার সঠিক তদন্ত করে দোষের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এবং যে রাজ্যে বাংলা নিজের মেয়েকে চাই বলে দাবি উঠে সে রাজ্যে মহতাদিন নিরাপত্তা কোথায় বলে প্রশ্ন তোলেন।

মেদিনীপুর হাসপাতালে সব পরিষেবা থেকে সরে এলেন জুনিয়র ডাক্তাররা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন:আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তার খুনের ঘটনার প্রতিবাদে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের জুনিয়র ডাক্তাররা আর ও সুর চড়ালো আন্দোলনের মেদিনীপুরে। আন্দোলনের শুরু থেকেই শুধুমাত্র এমার্জেন্সি পরিষেবাতে সহযোগিতা করছিলেন। এবার ইমার্জেন্সি পরিষেবাও বন্ধ করে দিলেন তারা। রোগীদের ভোগান্তি শুরু হতেই প্রিন্সিপাল জানালেন-সমস্ত সিনিয়র ডাক্তারদের তৎপর হতে বলেছি। আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তার খুনের ঘটনায় সঠিক তদন্ত ও দোষির চরম শাস্তির দাবি করে আন্দোলন আরো খানিকটা চড়িয়ে দিল মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তাররা। কয়েকদিন ধরেই তারা আন্দোলন শুরু করেছিলেন মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সামনে। মোমবাতি মিছিল করেছেন। তখন শুধুমাত্র এমার্জেন্সি পরিষেবাতে সহযোগিতা করছিলেন তারা। অন্যান্য পরিষেবা থেকে সরে গিয়েছিলেন। সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলন করে জুনিয়র ডাক্তাররা জানিয়ে দেয়-” অন্যান্য পরিষেবার সাথে সাথে ইমার্জেন্সি পরিষেবা থেকেও আমরা সরে দাঁড়াচ্ছি। তবে এমার্জেন্সি খোলা থাকবে। প্রশাসন চাইলে সিনিয়র ডাক্তার দিয়ে পরিষেবা দেবে। যতক্ষণ না এই ঘটনায় সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলন আমাদের জারি থাকবে।” এই ঘটনার জেরে চরম সংকট পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কারণ এই হাসপাতালের বেশিরভাগ পরিষেবাই দিয়ে থাকে জুনিয়র ডাক্তাররা। ফলে তারা বসে যেতেই ইমারজেন্সির রুম চিকিৎসক শূন্য হয়ে যায়।

বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগীরা ইমারজেন্সিতে এসে সমস্যায় পড়ে যান। হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের ক্ষেত্রেও জটিলতা বাড়তে থাকে।

প্রয়াত অশোক ঘোষের স্মরণ সভা বীরভূমে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন:বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অশোক ঘোষ গত ২০১৩ সালের ১২ ই আগষ্ট আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। জানা যায় অন্যান্য দিনের ন্যায় তার কর্মস্থল কেন্দ্রগড়িয়া হাইস্কুল থেকে সাইথিয়ার বাড়ি যাওয়ার উদ্যেশ্যে মোটরসাইকেলে যাবার পথে চূড়র ভীমগড় রাস্তার উপর দুস্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান তিনি।মৃত্যু পরবর্তীতে প্রত্যেক বছর আজকের দিনে খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। এদিন প্রতিচ্ছবিতে মাল্যাদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন প্রয়াত অশোক ঘোষের পুত্র বিশ্বজিৎ ঘোষ ও তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন শহীদ অশোক ঘোষের পুত্র বিশ্বজিৎ ঘোষ, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুগ্ম আহ্বায়ক শ্যামল কুমার গায়েন ও মৃনাল কান্তি ঘোষ এবং সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন দে।এছাড়াও ছিলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত সাহা,রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা অসীমা ধীবর,ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব সেখ জয়নাল,ব্লক মহিলা তৃণমূল নেত্রী কেনিজ রাসেদ, রুনু সিংহ প্রমুখ নেতৃত্ব।

জাতীয় পতাকা নিয়ে জিয়াগঞ্জ শহর পরিক্রমা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: স্বাধীনতা দিবসে ২১ চাকার বাহনে করে ৮০ ফুট লম্বা ও ৯ ফুট চওড়া জাতীয় পতাকা নিয়ে জিয়াগঞ্জ শহর পরিক্রমা করা হবে। জিয়াগঞ্জের এক বেসরকারি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবসের দিন বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে সাইকেল যাত্রা, ২০১৮ সালে ৪০০ মিটার লম্বা জাতীয় পতাকা হাতে পদযাত্রা, ২০১৯ সালের ৫০০ মিটার লম্বা জাতীয় পতাকা হাতে পদযাত্রা, ২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে ৭৫০ মিটার লম্বা জাতীয় পতাকা হাতে পদযাত্রা, ২০২৩ সালে ৮০০ মিটার লম্বা জাতীয় পতাকা হাতে পদযাত্রা করা হয়। এবছর ২১ চাকার বাহনের মাধ্যমে ৮০ ফুট লম্বা ও ৯ ফুট চওড়া জাতীয় পতাকা নিয়ে জিয়াগঞ্জ শহর পরিক্রমা করা হবে। মোট ৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রী সেই বাহন পরিচালনা করবে। অন্যদিকে ২৫০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে থাকবে বড়ো মাপের জাতীয় পতাকা।

প্রতিবারের মতো এবারও হাজারের অধিক বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর পাশাপাশি স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ শহর পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করবে বলে আশাবাদী সংস্থার কর্মকর্তারা।

সোনালী ব্যাঙ্ক নিয়ে অভিযোগ কর্মী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বাংলাদেশের সর্ব বৃহত্তম ব্যাঙ্ক সোনালী ব্যাঙ্ক ভারতে ব্যাবসা শুরু করে ১৯৭৪ সালে সেপ্টেম্বর মাস থেকে। কলকাতায় লেনিন সরণিতে রয়েছে সেনালি ব্যাঙ্কের শাখা। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দেশ দেয় যে সোনালী ব্যাঙ্ক সমস্ত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য অন্যান্য ব্যাঙ্ক ন্যায় সার্ভিস কন্ডিশন গঠন করতে। এ বিষয়ে সোনালী ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ শাহাবুদ্দিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন, দেশের সমস্ত আইন এবং প্রচলিত ব্যাঙ্ক সার্ভিস রুল মেনে চলতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিলেও সোনালী ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশনের চুক্তি অমান্য করে ২০২১ শে ফেব্রুয়ারি মাসে একটি নতুন সার্ভিস রুলস্ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দেয়। সোনালী ব্যাংক এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন প্রতিবাদ করে। তা নিয়ে মামলা হয়। ইতিমধ্যে সোনালী ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নানা জরিমানার শিকার হয়েছে। শাহাবুদ্দিনের অভিযোগ, স্থানীয় কর্মচারীদের আইনসম্মত প্রাপ্য এবং ইউনিয়ন সঙ্গে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও বহু সুবিধা তারা জোর করে বন্ধ করে দিয়েছে সোনালী ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। তাই তার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন।

গার্দিওলার কোচিংয়ে খেলার স্বপ্ন পূরণ ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারের

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের ফুটবলে খেলার স্বপ্ন তো ছিলই; সেই স্বপ্ন তাঁর পূরণ হয়েছে ২০২২ সালেই। কিন্তু ২০ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার সাভিনিওর স্বপ্ন শুধুই ইউরোপের ফুটবলে খেলায় আটকে থাকেনি; তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন ইউরোপের ফুটবলে একটা সময় তিনি পেপ গার্দিওলার কোচিংয়ে খেলবেন।

সাভিনিওর সেই স্বপ্নও এবার পূরণ হয়েছে। ফ্রান্সের ক্লাব ত্রয় থেকে ব্রাজিলের উঠতি তারকাকে দলে ভিড়িয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটির হয়ে এরই মধ্যে অভিষেক হয়েছে সাভিনিওর। গার্দিওলার অধীন সিটির হয়ে গত পরশু জিতেছেন কমিউনিটি শিল্ডের শিরোপাও।

৩ কোটি ইউরোর বেশি দিয়ে ত্রয় থেকে দলে ভেড়ানো সাভিনিওকে গত পরশু কমিউনিটি শিল্ডের ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৬৩ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামান গার্দিওলা। জেরেমি ডকুর পরিবর্তে মাঠে নেমে অবশ্য নির্ধারিত সময়ে গোল করতে পারেননি বা করাতেও পারেননি। তবে টাইব্রেকারে গড়ানো ম্যাচে দলের ৭-৬ ব্যবধানের জয়ে স্পট-কিক থেকে একটি গোল করেন তিনি।

গার্দিওলার অধীন প্রথম ম্যাচ খেলার পর নিজের স্বপ্ন পূরণের কথা বলেছেন উচ্ছ্বসিত সাভিনিও, 'আমি ম্যানচেস্টার সিটিতে আসতে পেরে এবং ক্লাবটির হয়ে প্রথম শিরোপা জিততে পেরে আনন্দিত। আমি সব সময়ই এখানে আসতে চেয়েছি। আমি এখানে আসতে পারায় ঈশ্বর ও আমার পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই। আমার ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য সিটিকেও ধন্যবাদ।' ২০১৫ সালে ব্রাজিলের ক্লাব আতলেতিকো মিনেইরোর যুব দল দিয়ে সাভিনিওর ফুটবল-যাত্রা শুরু হয়। ৫ বছর পর ২০২০ সালে আতলেতিকো মিনেইরোর মূল দলে অভিষেক হয় তাঁর। সেখানে দুই বছর খেলার পর ফ্রান্সের ক্লাব ত্রয় কিনে নেয় সাভিনিওকে। ত্রয়ে থাকার সময় দুই বছর ধারের চুক্তিতে পিএসভি ও জিরোনায় খেলেন তিনি। এরপর তাঁকে পাকাপাকিভাবে দলে ভেড়ায় সিটি।

সাভিনিওর লক্ষ্য এখন গার্দিওলার একাদশে পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নেওয়া, '(আমাকে একাদশে রাখার জন্য) পেপকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে আমার কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। আমার স্বপ্ন ছিল পেপের কোচিংয়ে খেলা। তাঁর অধীন খেলে সবাই-ই অনেক কিছু শেখে। তিনি আপনাকে ফুটবলে আরও চৌকস করে তুলবেন। পেপের অধীন খেলার স্বপ্ন আমার সব সময়ই ছিল এবং আমি এখন তাঁর সঙ্গে কাজ করার সেই সুযোগ পেয়েছি।'

আত্মহত্যা করেই মৃত্যু গ্রাহাম থর্পের

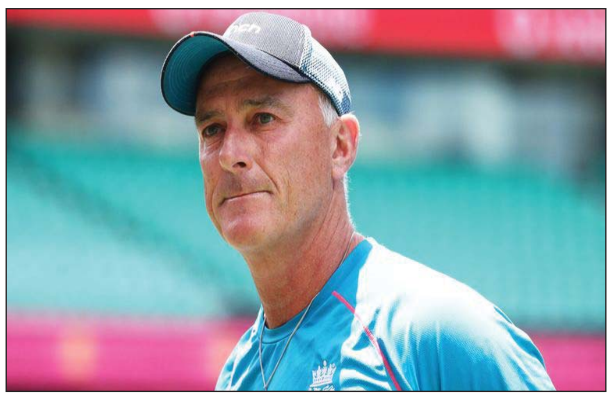

আপনজন ডেস্ক: প্রাক্তন ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যান গ্রাহাম থর্প আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে তাঁর পরিবার। ৫ আগস্ট তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়। ঠিক কীভাবে ৫৫ বছর বয়সী থর্পের মৃত্যু হয়েছে, সেটি সে সময় জানানো হয়নি।

ইংল্যান্ডের হয়ে ১০০টি টেস্ট ও ৮২টি ওয়ানডে খেলা থর্পের স্ত্রী অ্যামান্ডা দ্য টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কয়েক বছর ধরেই বিষন্নতা ও দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন তিনি।

অ্যামান্ডা বলেন, 'একজন স্ত্রী এবং দুজন কন্যা, যারা তাকে ভালোবাসত এবং যাদের সে ভালোবাসত, তারা থাকার পরও ওর পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে সে এতটা অসুস্থ ছিল যে, সে সত্যিই বিশ্বাস করত, সে না থাকলেই আমরা ভালো থাকব। আসলেই সে এমন করেছে এবং আত্মহত্যা করেছে। এতে আমরা বিধ্বস্ত হয়ে গেছি।'

খেলোয়াড়ি-জীবন শেষে কোচিংয়ে আসেন থর্প। ইংল্যান্ডের সহকারী কোচের দায়িত্বও বেশ কিছুদিন পালন করেন। ২০২২ সালে আফগানিস্তানের প্রধান কোচ হওয়ার কথা ছিল তাঁর। তবে সে বছরের মে মাসে 'গুরুতর অসুস্থ' অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। তখনো ঠিক অসুস্থতা খোলাসা করে বলা হয়নি।

থর্পের স্ত্রী বলছেন, সে সময় আসলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তিনি, 'কয়েক বছর ধরেই গ্রাহাম বিষন্নতা ও দুশ্চিন্তায় ভুগছিল। ২০২২ সালের মে মাসে সে আত্মহত্যার জোরালো চেষ্টা চালায়। এরপর তাকে আইসিইউতে (নিবিড় পর্যবেক্ষণ কক্ষ) লম্বা সময় থাকতে হয়।'

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে উন্নতির লক্ষণ দেখা দিলেও গ্রাহামকে তাড়া করেছে পুরোনো সমস্যা। অ্যামান্ডা বলেন, 'আশার ঝিলিক দেখা দিয়েছিল, পুরোনো গ্রাহামকে একটু দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এরপরও সে বিষন্নতা ও দুশ্চিন্তায় ভুগেছে। মাঝেমধ্যে যেটা খুবই গুরুতর হয়ে পড়ে। পরিবার হিসেবে আমরা তাকে সহায়তা করেছি। সে অনেক, অনেক রকমের চিকিৎসা করিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছুই কাজে দেয়নি।'

অ্যামান্ডা বলেন, 'গ্রাহাম মানসিক দিক দিয়ে শক্ত হিসেবে বিবেচিত ছিল মাঠে। তার মানসিক স্বাস্থ্যও এক সময় ভালো ছিল। কিন্তু মানসিক অসুস্থতা সত্যিকারের একটি অসুখ এবং যে কাউকে আক্রান্ত করতে পারে।'

থর্পকে তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান বিবেচনা করা হতো। তাঁর এমন চলে যাওয়া নিয়ে বড় মেয়ে ২২ বছর বয়সী কিটি বলেছেন, 'আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে লজ্জা পাই না। এটিকে লুকানোর কিছু নেই, লজ্জারও কিছু নেই। আমরা আগে তাকে সাহায্য করছিলাম যাতে সে ঠিক হয়, তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। এ কারণে আমরা কিছু বলিনি।'

প্যারিস অলিম্পিকে ক্রিকেটের ছোঁয়া

আপনজন ডেস্ক: প্যারিস অলিম্পিকে ক্রিকেট ছিল না। থাকবে পরের অলিম্পিকে ২০২৮ সালে। তবে ইভেন্ট হিসেবে না থাকলেও প্যারিসে ক্রিকেটের ছোঁয়া পরোক্ষভাবে হলেও ছিল। কেউ এক সময় ক্রিকেটই খেলতেন, কারও পরিবারের অন্য সদস্য এখন খেলছেন, আর কেউবা সাবেক ক্রিকেটারের সন্তান।

এবারের অলিম্পিক এমনই ক্রিকেট-সংযোগ থাকা অ্যাথলেটদের মধ্যে তিনজন জিতেছেন পদক।

আরশাদ নাদিম

এবারের অলিম্পিকে ইতিহাস গড়েছেন আরশাদ নাদিম। অলিম্পিক ইতিহাসে পাকিস্তানকে প্রথম ব্যক্তিগত বিভাগে সোনার পদক এনে দিয়েছেন এই জ্যাভেলিন থ্রোয়ার। ৩২ বছর পর অলিম্পিক গেমসে পাকিস্তানের প্রথম পদক এটি।

উপমহাদেশের অন্য অনেকের মতো নাদিমেরও খেলাধুলার শুরু ক্রিকেট দিয়ে। ছোটবেলায় ফুটবল এবং টেবিল টেনিসের পাশাপাশি ক্রিকেট খেলতেন নাদিম। একপর্যায়ে পেশাদার ক্রিকেটার হওয়ার দিকেই দিয়েছিলেন মূল মনোযোগ। তবে কোচ রশিদ আহমেদ সাকির চোখে পড়ার পর জ্যাভেলিনেই মন দিতে হয় নাদিমকে।

রাই বেঞ্জামিন

রাই বেঞ্জামিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্রিকেটার উইনস্টন বেঞ্জামিনের ছেলে

রাই বেঞ্জামিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্রিকেটার উইনস্টন বেঞ্জামিনের ছেলেরয়টার্স

ছেলেদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে সোনা জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাই বেঞ্জামিন। ছিলেন ছেলেদের ৪×৪০০ মিটার রিলে সোনাজয়ী দলেও। সর্বশেষ টোকিও অলিম্পিকেও জিতেছিলেন এক সোনা ও এক রুপা। অ্যাথলেটিকস ট্র্যাকে ক্যারিয়ার গড়া বেঞ্জামিন উঠে এসেছেন ক্রিকেট পরিবার থেকে। তাঁর বাবা উইনস্টন বেঞ্জামিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্রিকেটার। অ্যান্টিগার এই পেসার ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে খেলেছিলেন ১০৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। পরে কাজ করেছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের দল লিওয়ার্ড আইসল্যান্ডের কোচ হিসেবেও।

রাজিন্দ্র ক্যাম্পবেল

ছেলেদের শট পুটে ব্রোঞ্জ জিতেছেন জ্যামাইকার রাজিন্দ্র ক্যাম্পবেল। উসাইন বোল্টের সুবাদে অলিম্পিক মঞ্চে জ্যামাইকার নাম অনেকবার উচ্চারিত হলেও দেশটির কেউ শট পুটে পদক পেয়েছেন এই প্রথম। রাজিন্দ্রর পরিবারের কেউ অবশ্য ক্রিকেটার নন। তবে তাঁর নামটাই এসেছে এক ক্রিকেটারের কাছ থেকে।

স্পোর্টস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জ্যামাইকান এই অ্যাথলেট নিজের নামের ইতিহাস জানাতে গিয়ে বলেন, 'রাজিন্দ্র নামটা সাধারণত ইন্ডিয়ান-ক্যারিবিয়ান মানুষদের মধ্যে দেখা যায়। আমার নামে রাজিন্দ্র এসেছে বাবার পছন্দ থেকে। উনি নব্বই দশকের ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক ক্রিকেটারের (লেগ স্পিনার রাজিন্দ্র ধনরাজ) ভক্ত ছিলেন। সেখান থেকেই আমার নামে রাজিন্দ্রি।' রাজিন্দ্র ধনরাজের ক্যারিয়ার মাত্র ৪ টেস্ট ও ৬ ওয়ানডেতে সীমাবদ্ধ থাকলেও তাঁর নামটা ছড়িয়ে গেছে ক্রিকেটের বাইরেও।

ব্রেন্ডন স্টার্ক

অস্ট্রেলিয়া বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে মোট ৭৮ জন খেলোয়াড় পাঠিয়েছে প্যারিসে। এর মধ্যে আছেন হাই জাম্পার ব্রেন্ডন স্টার্ক। নামেই বুঝে যাওয়ার কথা তিনি অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দলের পেসার মিচেল স্টার্কের আত্মীয়।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিন সংস্করণের ৬৫০-এর বেশি উইকেট নেওয়া মিচেল স্টার্ক ব্রেন্ডনের ভাই। মিচেলের স্ত্রী ও ব্রেন্ডনের ভাবি অ্যালিসা হিলি অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়।

প্যারিসে অবশ্য ব্রেন্ডন কোনো পদক জিততে পারেননি। গ্রুপ বির কোয়ালিফাইং শেষ করেছিলেন ষষ্ঠ হয়ে।

প্যারিস অলিম্পিকের ৮ 'গ্রেটেস্ট শো'

আপনজন ডেস্ক: গত ২৬ জুলাই শুরু হয়েছিল প্যারিস অলিম্পিক। বাংলাদেশ সময় গতকাল রাতে পর্দা নেমেছে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এর। প্যারিস দেখেছে স্মরণীয় বেশ কিছু মুহূর্ত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান-বিতর্ক

এবারই প্রথম স্টেডিয়ামের বাইরে হয়েছে অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সিন নদীকে ঘিরে ছিল এ আয়োজন। বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছিল অ্যাথলেটদের প্যারেডে। তবে বড় বিতর্ক ছিল অনুষ্ঠানের একটি অংশ নিয়ে। ফ্রান্সের সমকামী ডিজে বারবারা বুচের পারফরম্যান্স দেখে অনেকেই মনে করেছেন, যিশুখ্রিষ্টের 'লাস্ট সাপার'-এর প্যারোডি করেছেন। যাতে প্রতিক্রিয়া আসে চার্চ নেতাদের, রক্ষণশীল সমাজ, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকেও। যদিও শিল্পনির্দেশক টমাস জলি এমন উদ্দেশ্য অস্বীকার করেন। তবে অনলাইনে হেনস্তার স্বীকার হতে হয় তাঁদের, যেটি গড়ায় পুলিশি অভিযোগ পর্যন্ত।

জোকোভিচের অর্জন, জোকোভিচের কান্না

৩৭ বছর বয়সে এসে প্রথম অলিম্পিক সোনা। ফাইনালে কার্লোস আলকারাজকে হারানোর পর রোঁলা গাঁরোতে যে গর্জন করেছিলেন সার্বিয়ান তারকা, তা প্রতিধ্বনিত হয় পুরো রোঁলা গাঁরোয়। তবে এরপরই দেখা যায় ভিন্ন এক জোকোভিচকে। মাত্র পঞ্চম টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে 'গোল্ডেন স্ল্যাম' (চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ও অলিম্পিক সোনা) জেতার পর খেলোয়াড়দের বক্সে স্ত্রী ইয়েলেনা ও দুই সন্তানকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন ইতিহাসের সফলতম টেনিস খেলোয়াড়। জোকোভিচ বলেন, 'নিজ দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারার চেয়ে বড় অনুপ্রেরণা হয় না।' আর আলকারাজ বলেন, স্পেনের আশাভঙ্গ করেছেন তিনি।

ফটো ফিনিশ

আধুনিক অলিম্পিক ইতিহাসে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ব্যবধানে নির্ধারিত হয় এবারের ১০০ মিটার স্প্রিন্টের ফাইনালের বিজয়ী। জ্যামাইকার কিশান টম্পসনকে এক সেকেন্ডের পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগের ব্যবধানে হারান যুক্তরাষ্ট্রের নোয়াহ লাইলস। যেটি নির্ধারিত হয় ফটো ফিনিশে। লাইলস এসেছিলেন ট্রেবল জয়ের আশা নিয়ে। তবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২০০ মিটারে ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে, ৪x১০০ মিটার রিলে রেসে অংশই নিতে পারেননি আর।

সেলফি যখন ভাইরাল

উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে 'ঐক্য' ব্যাপারটা ঠিক নিয়মিত ঘটনা নয়। টেবিল টেনিসের মিশ্র ইভেন্টে পদক বিতরণীর মঞ্চে দুই দলের খেলোয়াড়দের সেলফিতে প্রকাশ পায় সেটিই। সোনা জেতা চীনের পেছনে থেকে রুপা জেতে উত্তর কোরিয়া, ব্রোঞ্জ জেতে দক্ষিণ কোরিয়া। গ্রুপ সেলফি তোলেন দক্ষিণ কোরিয়ার লিম জং-হুন। দক্ষিণ কোরিয়ার বহুল পঠিত দৈনিক পত্রিকা জংঅ্যাং ইলবো লেখে, 'দুই কোরিয়ার পতাকা আর স্যামসাং ফোন নিয়ে একটি সেলফি।'

ট্রিউয়ের স্বপ্নযাত্রা

১৪ বছর বয়সেই সোনা জেতেন অস্ট্রেলিয়ার স্কেটবোর্ডিংয়ের নতুন তারকা অ্যারিসা ট্রিউ। দেশটির সর্বকনিষ্ঠ সোনাজয়ী এখন তিনিই। সে ইভেন্টে ছিলেন চীনের ১১ বছর বয়সী ঝেং হাওহাও-ও। যিনি

অলিম্পিকে অংশ নেওয়া দেশটির সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী। ট্রিউ বলেন, 'অলিম্পিকে স্কেটবোর্ডিং করা আর বাড়ির আশপাশে স্কেটবোর্ডিং করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এখানে শুধু দর্শক বেশি।' তাঁর কথায় দ্বিমত পোষণ করার বোধহয় খুব বেশি কিছু নেই-ও!

লিঙ্গ বিতর্ক

'আমার অংশ নেওয়ার পুরো যোগ্যতা আছে, আমি অন্য যেকোনো নারীর মতোই। আমার জন্ম নারী হিসেবে, বেড়ে উঠেছি নারী হিসেবে, অংশও নিয়েছি নারী হিসেবে'—কথাগুলো আলজেরিয়ার বক্সার ইমানে খেলিফের। সোনা জেতার পর সমালোচকদের 'আক্রমণের' জবাব দিতে এসব কথা বলেন তিনি। লিঙ্গ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন বলে তাইওয়ানের লিন ইউ-টিংয়ের মতো খেলিফকে গত বছরের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এবার অংশ নেন দুজনই।

লোপেজের 'হাই ফাইভ'

একই ইভেন্টে টানা পাঁচটি সোনা—এর আগে অলিম্পিক এমন কিছু দেখেনি। এবার সে কীর্তিই গড়লেন কিউবার কুস্তিগির মিহাইন লোপেজ। তিনি ছাড়িয়ে যান কার্ল লুইস ও মাইকেল ফেলপসের মতো কিংবদন্তিকে। শিগগির ৪২ পূর্ণ করবেন লোপেজ। টানা পঞ্চম সোনা জয়ের পর ম্যাটের মধ্যে নিজের জুতাজোড়া রেখে ইঙ্গিত দেন, এটাই শেষ! এরপর বলেন, 'কুস্তিই আমার জীবনের ভালোবাসা। এক জীবনের ভালোবাসা।'

'দ্য নেম ইজ দিকেচ'

রাতারাতি অনলাইনে ঝড় তুলেছিলেন তুরস্কের শুটার ইউসুফ দিকেচ। চোখে সাধারণ চশমা, পরনে টি-শার্ট আর বাঁ হাত পকেটে গোঁজা—৫১ বছর বয়সী দিকেচের এ স্টাইল ছড়িয়ে পড়ে দ্রুতই। পিস্তলটি ছাড়া অন্যান্য শুটারদের মতো সে অর্থে বিশেষায়িত কোনো গিয়ারই ছিল না তাঁর। জেমস বন্ডের অনুসরণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন দিকেচকে নিয়ে পোস্ট করেন, 'দ্য নেম ইজ দিকেচ। ইউসুফ দিকেচ।'

লাফিং গ্যাসের ভিডিও পোস্ট, বিপদে বিসুমা

আপনজন ডেস্ক: শ্বাস টেনে লাফিং গ্যাস (নাইট্রাস অক্সাইড) নেওয়ার ভিডিও রেকর্ড করার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন টটেনহাম হটস্পার মিডফিল্ডার ইভস বিসুমা। পাশাপাশি তিনি এটাও স্বীকার করেছেন 'মারাত্মক বিচারবুদ্ধির অভাব' দেখিয়েছেন কাজটি করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গত শনিবার একটি ভিডিও পোস্ট করেন বিসুমা। সেখানে তাঁকে বেলুনের মাধ্যমে 'ক্লাস সি ড্রাগ' লাফিং গ্যাস টানতে দেখা গেছে। ২৭ বছর বয়সী মালির এই ফুটবলারের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করবে টটেনহাম। কৃতকর্মের জন্য শাস্তিও পেতে পারেন তিনি। বিনোদনমূলক কাজে নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করা ২০২৩ সাল থেকে ব্রিটেনে নিষিদ্ধ। দেশটির সরকারের সমাজবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অংশ হিসেবে বিসুমার কারাদণ্ডও হতে পারে। আজ বিবৃতিতে বিসুমা ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, 'এসব ভিডিওর জন্য আমি ক্ষমা চাই। এতে বোধবুদ্ধির মারাত্মক অভাব ছিল। বুঝতে পারছি এটা কতটা গুরুতর, স্বাস্থ্যঝুঁকিও হতে পারত। এর পাশাপাশি ফুটবলার ও রোলমডেল হিসেবে দায়দায়িত্বও আমি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি।' টটেনহামের এক মুখপাত্র বলেছেন, 'আমরা ঘটনাটা খতিয়ে দেখছি। এটা অভ্যন্তরীণভাবে সামলানো হবে।' গ্যাসটি বৈধ কারণেও ব্যবহার করার সুযোগ আছে। সন্তান প্রসবকালীন ব্যথা কমাতেও এটি ব্যবহার করা হয়।

নবাবপুর পশ্চিম পাড়া তরুণ সংঘ ক্লাবের কেরাম প্রতিযোগিতা

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: হুগলী চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে নবাবপুর পশ্চিম পাড়া তরুণ সংঘ ক্লাবের পরিচালনায় দিবারাত্রি কেরাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো ১১ই আগস্ট ২০২৪। এই প্রতিযোগিতায় হুগলি হাওড়া এছাড়া অন্য জেলার মোট ৩২ টি দল অংশগ্রহণ করে। খেলা শুরু হয় দুপুর দুটো নাগাদ সমাপ্ত হয় ভোর চারটা ৪৫ মিনিট। উক্ত ক্লাব প্রায় ৩ দশক ধরে এই প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। ফাইনাল রাউন্ড এ ব্যারাকপুর আসিফ উইনার হয় এছাড়া তোড়ল পুর আক্তার রানার্স হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার নার্সিংহোমের অন্যতম কর্ণধার কাজী হেদায়েতুল্লাহকে ক্লাবের তরফ থেকে ব্যাচ পরিয়ে সম্মান প্রদান করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় এলাকার কচিকাঁচা থেকে বড়রা ভীষণ আপ্লুত। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কাজী হেদায়েতুল্লাহ বলেন এই পাড়ার মধ্যে সুন্দর আয়োজন এবং পরিবেশ দেখে তিনি ক্লাব কর্মকর্তা থেকে শুরু করে খেলোয়াড়বৃন্দ এছাড়া গ্রামবাসীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। উক্ত ক্লাবের সম্পাদক সিদ্দিক আহমেদ জানালেন তাদের ক্লাব মেম্বার এছাড়াও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় বিগত কয়েক বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে এই কেরাম প্রতিযোগিতা চলে আসছে। তিনি আরো বলেন এই প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন প্রতিটি দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রানার্স ও উইনার্স দলকে। উপস্থিত ছিলেন নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হেলাল উদ্দিন মল্লিক এছাড়া স্বাধীন সংবাদ প্রতিনিধি সেখ আব্দুল আজিম এছাড়া এলাকার বিশিষ্ট গুণীজনেরা। রানার্স এবং উইনার্স দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ক্লাব কর্মকর্তাগণ।

প্যারিসে রোববার এক ব্যক্তিকে আইফেল টাওয়ারের ওপরের দিকে উঠতে দেখা যায়। টাওয়ারের যে অংশে অলিম্পিকের রিং লাগানো হয়েছে, সেটি ছাড়িয়ে ওপরের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। এরপর পুলিশ আইফেল টাওয়ারে থাকা পর্যটকদের সরিয়ে ওই ব্যক্তিকে নিচে নামিয়ে আনে।

একদিন সময়: 'বাংলা পক্ষ'

▶ প্রথম পাতার পর

এরপর সংগঠনের শীর্ষ পরিষদ সদস্য কৌশিক মাইতি বলেন, বাঙালি শান্তিপ্রিয় জাতী দয়াকরে আগুন নিয়ে খেলা করবেন না,খেললে হিতের বিপরীত হবে।এই রাজ্যেও অসংখ্য উড়িষ্যার মানুষ কর্মসূত্রে বসবাস করছেন তাহারাও বিপদে পড়তে পারে।একতরফা খেলা হবে না বলে তিনি সাফ জানিয়েছেন । আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই বাঙালি হেনস্থা বন্ধ করুন, নাহলে তারপর ফল ভালো হবে না। বাঙালি মার খাবে আর আমরা চুপ করে বসে দেখব না বলেও হুমকি দিয়েছেন। আক্রান্ত চলতে থাকলে আগামী ২৪ ঘন্টা পর কি হবে সেই দিক নির্দেশনা বাংলা পক্ষ কাজে লাগাবে। তবে মাননীয় মমতা ব্যানার্জীর নেক নজরের দিকেও তাকিয়ে থাকছে সংশ্লিষ্ট সংগঠনটি। এদিন কলকাতা জেলা সহ বাংলা পক্ষ'র বিভিন্ন শাখা কমিটির সদস্যরা হাজির ছিলেন।সভায় দফায় দফায় জয় বাংলা স্লোগান ওঠে। 'বেশি উড়িসনা' নামক ফেস্টুন সংগঠনের সদস্যদের মুগ্ধ করেছিল। 'বাঙালির কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে' নামক স্লোগান সভায় বেশ সাড়া ফেলেছিল। এদিন ওড়িশা সরকারের আরক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব বাঙালি হেনস্থা বন্ধের আশ্বাস দিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন অরিন্দম চ্যাটার্জী ও ডা. আব্দুল লতিফ সহ শীর্ষ স্থানীয় নেতারা। সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল সেক্টর অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন।

শাস্তি দাবি

▶ প্রথম পাতার পর

ভবনের বাইরে 'উড়িষ্যায় বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণ বন্ধ করো' ইত্যাদি প্লাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখান ওই গণসংগঠনের নেতাকর্মীরা। মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, উড়িষ্যায় বাঙ্গালীদের নির্যাতনে অপরাধীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে । একইসঙ্গে নির্যাতনের শিকার হয়ে ঘরে ফেরা মালদা, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও কাজের সুযোগ করে দেওয়ার দাবি জানান। ঘটনাস্থল গুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রতিনিধি দলকে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছেন । এ দিন বিক্ষোভকারীরা বাংলা উড়িষ্যা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**